CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 June, 2023 ■ আগরতলা ২৫ জুন ২০২৩ ইং ■ ৯ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ভাসছে ১,৩৬৬ গ্রাম, দুর্গত প্রায় পাঁচ লক্ষ

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.)।। অসমে সংহারী বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বন্যার জলে ভাসছে ২২টি জেলা। আজ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে পাঁচটি নদীর জল। বন্যার্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৯৫,৭৯৯। বন্যার জলে ভাসছে ৫৮টি রাজস্বচক্রের ১,৩৬৬টি গ্রাম। প্লাবিত ১৪, ০৯১.৯০ হেক্টর ক্ষেতের শস্য। বহু জায়গায় ভেঙে গেছে নদীবাঁধ।

অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের সর্বশেষ রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। জানা গেছে, বেকি, মানস, পাগলাদিয়া, পুঠিমারি এবং ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে বিপদসীমার ওপর দিয়ে জল বইছে। বন্যার কবলে পড়ে আজ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে যথাক্রমে বজালি, বাকসা, বরপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চিরাং, দরং, ধেমাজি,

ধুবড়ি, ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, হোজাই, কামরূপ (গ্রামীণ), কোকরাঝাড়, লখিমপুর, মাজুলি, নগাঁও, নলবাড়ি, শোণিতপুর, তামুলপুর এবং ওদালগুড়ি জেলা। এই ২২টি জেলার ৫৮টি রাজস্বচক্রের ১,৩৬৬টি গ্রামের পরিস্থিতি শোচনীয়। ওই গুলির মধ্যে বজালির ১৯৬টি, বঙাইগাঁওয়ের ১৪৮টি, চিরাঙের ১২০টি, কামরূপের ১৪৩টি, দরঙের ১৮৯টি এবং নলবাড়ি জেলার ১৮২টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বন্যার্তদের জন্য ৮৩টি ত্রাণশিবির স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৭৯টি সহায়তা বিতরণ কেন্দ্র সহ মোট ১৬২টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ওই সব শিবিরে ৬,৩৫৭ জন পুরুষ, ৫,২৭৩ জন মহিলা এবং ২, ২৬৮টি শিশু সহ মোট ১৪,০৩৫ জন আশ্রয় নিয়েছেন। পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩,৪৬, ৬৩৯টি পশুসম্পদ। এগুলির মধ্যে বড় জীবজন্তু ১,৬৮,৩৮২, ছোট ১, ৩৭,৪৯৫টি এবং ৪০,৭৯৮টি হাঁস-মুরগি।

বন্যার্তদের উদ্ধারে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর ১৯টি নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া বন্যাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য ৫৮টি চিকিৎসকের দল মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ বন্যার্তদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে ১০১৯.৯৭ কুইন্টাল চাল, ১৮৯.১০ কুইন্টাল ডাল, ৫৫.৯৩ কুইন্টাল নুন, ৫,২৬৯.৮০ লিটার সরষে তেল, ৪,৭৭৪.৮৭ কুইন্টাল পশুখাদ্য, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে বিদ্যুৎ নিগমেরে অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিদ্যুৎ সংযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উদয়পুর ইলেকট্রিক্যাল সাব ডিভিশন অফিসে ভাঙচুর চালাল দুর্বৃত্তরা। ঘটনা শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টার নাগাদ একদল দুর্বৃত্ত প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ বনদোয়ার এলাকার কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায় এদিন। যথারীতি বিদ্যুৎ নিগম অফিসে জানানোর পর তারা বিদ্যুৎ মেরামত করতে গিয়ে রাত হয়ে পড়ায় কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি।

তখন সেসব বাড়ির মানুষদের অবগত করার পর তারা বিষয়টি মানতে নারাজ। সেসব বাড়ির মানুষদের দাবি ছিল এলাকার অন্যান্য বাড়ি গুলি বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করতে হবে। কেবলমাত্র কয়েকটি বাড়িতে কেন অন্ধকার থাকবে? এই নিয়ে এলাকাবাসীর সাথে বিতর্কে জড়ানোর ফলে কর্মীরা যথারীতি অফিসে চলে আসে বনদোয়ার এলাকার রঞ্জিত সাহা, রাজেশ দাস, রাজু দত্ত, কৃষ্ণ সাহা, উত্তম সাহা সহ একদল যুবক বলে অভিযোগ। পরে তারা ব্যাপক ভাংচুর চালায় অফিসে। এবং টেলিফোনের সংযোগ ছিন্ন করে দেয় বলে জানান বিদ্যুৎ কর্মীরা। ঘটনার পর বিদ্যুৎ নিগম অফিসের ছুটে আসে পুলিশ।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় বিদ্যুৎ কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। অথচ গত কিছুদিন আগে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ কর্মীদের উদ্দেশ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে উদ্ধার আরও ১৭ কোটি টাকার হেরোইন গ্রেফতার ত্রিপুরার দুই

আইজল, ২৪ জুন (হি.স.)।। মিজোরামে আরও ১৭ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে ত্রিপুরার বাসিন্দা দুই যুবককে। ধৃত যুবকদের ত্রিপুরার ব্রজেন্দ্রনগরের ইদ্রিস মিয়াঁ (৩৬) এবং জিরানিয়ার খোকন দাস (২৮) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

আইজলে রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে জাতীয় সড়কের জংশনে মমিত পুলিশের অভিযানে দুই যুবকের কাছে থেকে ২৭০টি সাবানের বাক্সে ৩.৪৭ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, টিআর ০১ এভি ১৮৮১ নম্বরের বলেরো পিকআপ গাড়িতে তালাশি চালিয়ে বৃহৎ পরিমাণের হেরোইনগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ১৭ কোটি টাকা।

ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে মমিত থানায় নারকটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) আইনের অধীনে ৪৬/২৩ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে কটুক্তি, ধর্মনগর থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করায় তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে ধর্মনগরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দীনবন্ধু ঠাকুর যার প্রকৃত নাম সূর্যকান্ত নস্কর। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা দক্ষিণ এর একজন বাসিন্দা। পুরান অনুযায়ী অষ্টম দশাবতার শ্রীকৃষ্ণ। ফেসবুক এবং ইউটিউবে ওষুধের সাথে তুলনা করায় তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ধর্মনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দীনবন্ধু ঠাকুর অর্থাৎ সূর্যকান্ত নস্কর নাকি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করছেন যাদের শরীরের রং কালো তারা অসুর বংশের। আরো জানা গেছে, এই দীনবন্ধু ঠাকুর নিজের স্ত্রীকে রেখে মাসি শাশুড়িকে নিয়ে পলায়ন করেছিলেন। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাসি শাশুড়ির বর বের করে তার স্ত্রীকে নিয়ে যান। এই সূর্যকান্ত নস্কর বিকাশ বাবুর বাড়িতে গান বাজনার যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনপুর উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার দৌঁড়ে এগিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ওই কেন্দ্রে তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি সাংসদ পদে থেকে গেছেন। ফলে, ধনপুর কেন্দ্রের বিধায়ক পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। এদিকে, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে চড়িলাম কেন্দ্রে বিজেপির বিজিত প্রার্থী প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিজেপি নেতার দাবি, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ধনপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সঠিক প্রার্থী বাছাই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দল। তাঁর কথায়, সাধারণত আসন খালি হওয়ার ছয় মাসের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচন করে থাকে। তাতে, নির্দিষ্ট সময় মেনে আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরে ধনপুরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ধনপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনকে সেমিফাইনাল হিসেবে দেখছে। উপনির্বাচনে ভাল ফলাফল দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে সহায়ক হবে।

তাঁর দাবি, ধনপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সাথে তিনি যোগ করেন, লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে, ওই আসনে বর্তমান সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে তিনি দাবি করেছেন।

কাল থেকে শুরু হচ্ছে খার্চি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। আগামী ২৬ জুন ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। আজ পুরাতন আগরতলা ব্লক অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, সাতদিন ব্যাপী এই মেলায় গত বছরের তুলনায় এবছর ভক্তের সমাগম বেশি হবে।

এদিন তিনি বলেন, সাতদিন ব্যাপী খার্চি মেলায় দেশ ও বিদেশ থেকে সাধু-সন্ত ও ভক্তদের সমাগম হবে লক্ষ্যনীয়। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে চতুর্দশ দেবতার মন্দির সাজিয়ে তুলা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, খার্চি মেলায় গত বছরের তুলনায় এবছর ভক্তের সমাগম বেশি হবে। তিনি বলেন, আগামী ২৬ জুন ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলার উদ্বোধন করবেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মামলা নিচ্ছে না পুলিশ, বিজেপি নেতার দ্বারস্থ হলেন অসহায় মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। কৈলাসহর মহিলা থানায় এসে বিচার পাচ্ছেন না বিচার প্রার্থী। বিচারপ্রার্থী মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পুলিশ মামলা গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়ে বিচার প্রার্থী মহিলা বিজেপির স্থানীয় নেতার দ্বারস্থ হন।খোদ মন্ত্রী টিংকু রায়ের নির্বাচনে এলাকায় বিজেপি দলের নেতাকে পাত্তাই দিলেন না কৈলাসহরের মহিলা থানার ওসি রিংকি দেববর্মা।

শুধু তাই নয়, বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড: সুশান্ত সিনহার ফোন রিসিভ করেননি কৈলাসহরের মহিলা থানার ওসি। ওসির এই ভূমিকায় কৈলাসহরে বিজেপি দলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। উল্লেখ্য,ঘটনা মন্ত্রী টিংকু রায়ের নিজ বিধানসভা কেন্দ্র -চন্ডীপুরে বিয়াল্লিশ নং বুথের অধীনে ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিয়াল্লিশ নং বুথের বিজেপি দলের সাধারণ সম্পাদক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তেইশ জুন বিকেলে কৈলাসহরের মহিলা থানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেন , ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রীনা বেগমের স্বামী বর্তমানে কৈলাসহরের সংশোধনাগারে বিচারাধীন। স্বামী জেলে থাকায় বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে উদ্ধার লুণ্ঠিত ১,০৯৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ১৩,৭০২টি সক্রিয় গুলি ও ২৫০টি বোমা

ইমফল, ২৪ জুন (হি.স.) : হিংসাজর্জর মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে এ পর্যন্ত ১, ০৯৫টি নানাধরনের অস্ত্রশস্ত্র, ১৩, ৭০২টি সক্রিয় গুলি এবং ২৫০টি বিভিন্ন ধরনের বোমা উদ্ধার হয়েছে। মণিপুর পুলিশের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জারিকৃত এক রিপোর্টে এই তথ্য জানা গেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৩ মে সংগঠিত সহিংসাতার পর রাজ্যের বিভিন্ন থানায় লুটপাট চালিয়ে দুষ্কৃতীরা চার হাজারের বেশি আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি লুট করেছিল। এই তথ্য দেওয়ার পর পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, কয়েকটি এলাকা বাদ দিয়ে অধিকাংশ জেলার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। প্রায় সব উপদ্রুত জেলায় নিয়মিত নিরাপত্তা সমন্বয় সমিতির বৈঠক হচ্ছে। স্পর্শকাতর অঞ্চলে যৌথবাহিনীর টহল, ফ্ল্যাগ মার্চ, কর্ডন এবং তালাশি অভিযানও চালানো হচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্পর্শকাতর অঞ্চল, বিশেষ করে পার্বত্য ও উপত্যকা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিভিন্ন যৌথ দল চিরুনি তালাশি অভিযান চালিয়েছে। বিষ্ণুপুর জেলার টরবুং, মামাং, লেইকাই এবং কাকচিং জেলার জৌ ওয়েং টি মুনোমজাং, সুগনু জনজাতি ও শেরু পার্ট-৩ গ্রামে চলছে তালাশি অভিযান। এছাড়া রাজ্যের বুক চিরে ধাবিত ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীর চলাচল নিশ্চিত করা হয়েছে। জিরিবাম থেকে ইমফলগামী পণ্যসামগ্রী বোঝাই লরি এবং ইমফল থেকে জিরিবামগামী খালি ট্রাক চলাচলের জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেয়ের প্রেমিককে রক্তাক্ত করল টিএসআর বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। প্রণয় সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কামাল খাটে এক স্কুল ছাত্রকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলো এক টিএসআর জোয়ান। আহত ছাত্রকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে কামালঘাট স্কুলের এক ছাত্রকে মাথা ফাটিয়ে দিল টিএসআর জোয়ান বাবুল সরকার।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বাবুল সরকারের মেয়ের সাথে স্কুল ছাত্র রূপক সরকারের প্রেম ছিল। তাও আবার দুই পরিবারের মধ্যে মীমাংসা হয়ে শেষও হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বাবুল সরকার তখনই তাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। আজ রূপককে কামালঘাট স্কুলের সামনে পেয়ে বেধরক মারধর শুরু করে। পরবর্তী সময়ে রূপক প্রাণে বেঁচে জিবি হাসপাতালে এসে চিকিৎসা করায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্ত টিএসআর জোয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

হিংসাজর্জর মণিপুর ঃ দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের নেতৃত্বে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.)।। মণিপুরে চলমান সহিংসতা নিয়ে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে সর্বদলীয় বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিজেপি, কংগ্রেস সহ ২২টি দলের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন।

আজ বিকাল তিনটায় সংসদ ভবন চত্বরে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ওখরাম ইবোবি সিং, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদি, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা এনপিপি-প্রধান কনরাড কে সাংমা, এসকেএম থেকে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও"ব্রায়েন সহ অন্যান্য দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা সর্বদলীয় নেতাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছেন, মণিপুরে সহিংসতা রোধে এখন পর্যন্ত কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সব দলের নেতা রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে পাশে রেখে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেন, বৈঠকে খোলা মনে আলোচনা হয়েছে। সব দলের প্রতিনিধি মণিপুরে কীভাবে শান্তি ফেরানো যায় সে সম্পর্কে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থান করেছেন। ঝা বলেন, প্রায় সব দলই মনে করে, সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর জনগণ আস্থা রাখে না। সরকারকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে।

উল্লেখ্য, মণিপুরে মেইতেই সম্প্রদায়কে এসটি ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে গত ৩ মে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সমাবেশের আয়োজন করে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মণিপুর। ওই সমাবেশের পর এক মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে শুরু হয় সহিংসতা। সংগঠিত সহিংসতায় এখন পর্যন্ত শতাধিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যান্তর হয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুর ও বক্সনগরে যান দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু, গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। মোহনপুর ও বক্সনগরে পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে অপর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মোহনপুরে বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা শুক্রবার রাতে। মৃত দুই যুবকের বাড়ি মোহনপুর এলাকাতেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজ্যে পথদুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়ছে না। প্রতিনিয়তই পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। শুক্রবার রাতে সেধাই থানার মোহনপুরে জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলো পিংকু ঘোষ এবং সান্টু দেবনাথ। শুক্রবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মোহনপুরের উপর দিয়ে আগরতলা খোয়াই নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণ হওয়ার পর সাধারণ যানচালক, বাইক চালকদের গতি অনেকাংশ বেড়ে গেছে। ফলে পথ দুর্ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। শুক্রবার রাতে দুই বন্ধু বাইকে চেপে যাওয়ার সময় সরাসরি সংঘর্ষ হয় একটি গাড়ির সাথে। গাড়ি এবং বাইকের মধ্যে ধাক্কা লাগায় ছিটকে পড়ে যায় বাইকে থাকা দুই যুবক। দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে মোহনপুর কমিউনিটি হেল সেন্টারে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকেরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরজনকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় জীবন যুদ্ধে হার মানে সে। নিহত সান্টু দেবনাথের বাড়ি মোহনপুরের কাইল্লোরি এলাকায়। অপর নিহত পিংকু ঘোষের বাড়ি মোহনপুরের শনিতলা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সিধাই থানার পুলিশ। পুলিশ এ ব্যাপারে একই মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দ্রুতগতির কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে সাতটি মদের দোকানে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। শুক্রবার রাতে ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে পূর্ব বাজারে সাতটি দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হলো।

বুলডোজার দিয়ে সাতটি দেশীয় মদ বিক্রির দোকান গতকাল রাত্রিবেলা ভেঙ্গে দিল ধর্মনগর পুর পরিষদ। ধর্মনগর পূর্ব বাজারে ধর্মনগর পৌর পরিষদের জায়গায় সাতটি দোকানে অবৈধভাবে দেশীয় মদ বিক্রি হতো।

সেই খবর পেয়ে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকারের নেতৃত্বে গতকাল রাত্রিবেলা ধর্মনগর থানার পুলিশ নিয়ে গিয়ে সাতটি অবৈধ দেশীয় মদ বিক্রির দোকান ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্যান্য সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে কোন ধরনের অবৈধ কার্য কলাপ প্রশাসন বরদাস্ত করবে না। বেআইনিভাবে সরকারের জমি জবরদখল না করার জন্য স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। যদি এমন কোনও জায়গায় কোন খবর মিলে তাহলে পুর পরিষদ সাথে সাথে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ককবরক ভাষায় রোমান হরফের দাবীতে মথার মহিলা সংগঠনের রাজভবন অভিযানে অনিমেষের হুঁশিয়ারি রাজ্যজুড়ে আগুন জ্বলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ককবরক ভাষায় রোমান্স ক্রিপ্ট চালু দাবিতে আগামী দিনে রাজ্যে আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই হবে আগুন জ্বলতে পারে। এমনই হুশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য তার এই কথায় রাজ্যে অশান্তির আগুন ছড়াতে পারে। মথা চাইছে এই ধরনের অশান্তির আগুন ছড়িয়ে জনজাতিদের বিভ্রান্ত করার। যদিও অনিমেষ এদিন বেশ ক্ষুরধার বক্তব্য রাখেন শাসক দলকে নিশানা করে। ককবরক ভাষায় রোমান্স স্ক্রিপ্ট চালুর দাবি নিয়ে শনিবার মাথার মহিলা সংগঠন ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশন রাজভবন অভিযান করে। এর কিছুদিন আগে মাথার ছাত্র সংগঠ একই দাবি নিয়ে রাজভবন অভিযান করেছিল।

তবে সেদিনের অভিযান কে ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় আন্দোলনকারী এবং পুলিশের মধ্যে। এদিন অবশ্য অনেকটাই অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই মাথার মহিলা সংগঠনের রাজভবন অভিযান সম্পূর্ণ হয়। যদিও গোটা এলাকায় পুলিশের ছয়লাপ ছিল। মহিলাদের উপস্থিতি ভালো সংখ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে রাজভবনের উদ্দেশ্যে গেলে পুলিশ মিছিল থেকে সার্কিট হাউস এলাকায় আটকে দেয়। সেখানেই আন্দোলনকারীরা রাস্তায় বসে পড়ে। পরে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা চরম হুঁশিয়ারি দিলেন রোমান্স স্ক্রিপ এবং তীব্রা ল্যান্ডের দাবি যতক্ষণ না মানা হবে বিরোধী দলনেতা মাথা ঠান্ডা থাকবে না। তিনি এও বুঝাতে চেয়েছেন ককবরক ভাষা জনজাতিদের মাতৃভাষা। তাই জনজাতিদের মাতৃভাষার স্বাধীনতা একমাত্র তাদের কাছেই আছে। তারা যেভাবে চাইবেন সেভাবেই করতে হবে।

যারা এই বিষয় নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে তাদের জাগিয়ে তোলা হবে। অর্থাৎ আন্দোলনের মাত্রা এতটাই তীব্র হবে যে তারা জেগে উঠবেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মাথা মাঠে নামলে টিকতে পারবেনা বিজেপি আইপি একটি সরকার। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৫০ ▫ ২৫ জুন ২০২৩ইং ▫ ৯ আষাঢ় ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২০২৪ এর মহারণে মহাজোট !

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি নানা রণকৌশল ইতিমধ্যেই তৈরি করিয়াছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা ইতিমধ্যেই ভোট প্রচারে ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের একটাই লক্ষ্য বিরোধী শিবিরকে কোন ঠাসা করিয়া আবারও কেন্দ্রের মসনদ দখল করা। অপরদিকে বিরোধী স্পষ্ট করিয়ায় বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাদের একার পক্ষে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা কোনভাবেই সম্ভব হইবে না। দশের লাঠি একের বোঝা নীতিকে সামনে রাখিয়া বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। বিরোধীপক্ষ একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার নীতি নিয়া আলোচনা শুরু করিয়াছে। শনিবার এই বিষয় নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলি বৈঠক করিয়াছে। একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হইলেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব নীতি আদর্শ কখনো রাখিবার বিষয়টিও আলোচনায় উঠিয়া আসিয়াছে। তবে কোন রাজ্যে কোন দল কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে সেই বিষয়ে কিন্তু এখনো চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত তাহারা গ্রহণ করে নাই। এক কথায় সাপ মারিয়া লেজে বিষ রাখিয়া দেওয়ার অবস্থা হইয়াছে বিরোধী মহা জোটে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১৫টি রাজনৈতিক দল এখন এককাট্টা। তাহাদের মতাদর্শ আলাদা। আলাদা প্রতীকও। কিন্তু লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন'মহারণ-২৪'এ নিজেদের মধ্যে সব বিভেদ ভুলিয়া বিজেপিকে দেশ থেকে উৎখাত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই গঙ্গাপাড়ের পাটলিপুত্র নগরীতে জন্ম নিল মোদি-শাহ বিরোধী মহাজোট।

সেই ফর্মুলা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করিয়াছেন জোট বৈঠকের আহ্বায়ক বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমার, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি।

নীতীশ বলেন, 'একসঙ্গে ভোটে লড়িবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি আমরা। কে কোথায় লড়িবে, কটা আসনে লড়িবে, সেসব পরবর্তী বৈঠকে ঠিক হইবে।' মল্লিকার্জুন বলেন, 'একসঙ্গে লড়িব, কমন এজেন্ডা নিয় লড়িব। প্রতিটি রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা রণকৌশল। যেভাবেই হোক বিজেপিকে সরাইতেই হইবে।' এমনকী মমতার পরামর্শ মানিয়া কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোট রহিয়ায়ছে, নেতা-নেত্রীরা ব্যস্ত থাকিবেন। তাই ঠিক হইয়াছে, আগামী ১০-১২ জুলাইয়ের মধ্যে সিমলায় ফের বসিবেন তাহারা।' শুধু তাই নয়, যাঁহার অবস্থান নিয়া উৎসুক ছিল দেশের রাজনৈতিক মহল, সেই রাহুল গান্ধী বলেন, 'মতাদর্শের ক্ষেত্রে স্বল্প পার্থক্য থাকিলেও, আমরা সবাই একসঙ্গে লড়িবার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। নমনীয় অবস্থান নিয়াই কাজ করিব আমরা। বিরোধী জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। আরও শক্তিশালী হইবে এই মহাজোট!' এরপরের বক্তা ছিলেন মমতা। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাইয়া তিনি শুরু করেন, 'নতুন ইতিহাস এখান থেকে শুরু
হইল। তিনটে বিষয় জানাই, আমরা একত্রিত। এক হইয়া বিজেপির বিরুদ্ধে লড়িব। আর আমরা বিরোধী দল নই, দেশকে ভালোবাসি। মণিপুর জ্বলিলে আমাদের দুঃখ হয়। তাই বিজেপির তানাশাহির বিরুদ্ধে একত্রিত লড়াই।' তৃণমূলনেত্রীর হুঁশিয়ারি, 'এবার যদি বিজেপি নির্বাচনে জিতে, তাহা হইলে দেশে আর কোনওদিন ভোটই করিতে দিবে না। সেই কারণেই বিরোধীদের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার তাগিদে তাহারা মহা জোটে শামিল হইবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে' । এই জোট কতখানি ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়য়া লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করিতে পারিবে সেটাই এখন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলকে রীতিমতো ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই প্রশ্নের জবাব মিলিবে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী পদ চূড়ান্ত করার মধ্য দিয়া। সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

আগ্রায় লেভেল ক্রসিংয়ে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় লাইনচ্যুত মালগাড়ি, আহত কমপক্ষে ৬ জন

আগ্রা, ২৪ জুন (হি.স.): ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ি। এবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় লেভেল ক্রসিং পারাপার হওয়ার সময়ে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে বেলাইন হল মালগাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। শনিবার সকালে আগ্রার বাঁশি পাহাড়পুর-রুপবাস লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময়ে সংঘর্ষ হয় ট্র্যাক্টর এবং মালগাড়ির। ট্র্যাক্টরে গিয়ে সোজা ধাক্কা মারে দ্রুতগামী ওই মালগাড়ি। দুর্ঘটনায় মালগাড়ির চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে, আগ্রার উত্তর মধ্য রেলওয়ে ডিভিশনের তরফে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বেলাইন হওয়া মালগাড়ির নম্বর বিএক্সআর স্পেশাল (এলডি-৪২ বিসিএন ০১বিবি); ইপি নং ৩১৮২৩। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মালগাড়ির ইঞ্জিনের চারটি চাকা লাইন থেকে সরে যায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। যাদের তড়িঘড়ি নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌছয় রেল কর্তৃপক্ষের দুর্ঘটনা মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। এছাড়াও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল।

নির্বিচারে "হত্যা" ছোট ইলিশের, রুপোলি শস্যের বংশ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা !

কাকদ্বীপ, ২৪ জুন (হি.স.): কিছু মৎস্যজীবীর উদাসীনতায় ইলিশের বংশ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নির্বিচারে ছোট ইলিশ ধরা হচ্ছে। এর ফলে আগামীদিনে বড় ইলিশ মিলবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। খোকা ইলিশ ধরার উপরও যখন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাহলে কিভাবে এই ছোট ইলিশ ধরা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সামুদ্রিক মৎস্য দফতরের তরফে মাইকিং করে সচেতন করার কাজ চলছে মৎস্যজীবীদের। এক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হয়েছে ইলিশ ধরার মরসুম। কিন্তু মরসুমের শুরুতেই বেআইনী ভাবে ছোট ছোট ইলিশের বাচ্চায় ছেয়ে গেছে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জের বাজার ও মাছের আড়তে দেদার বিকোচ্ছে এই শিশু ইলিশ। এক একটি ইলিশের ওজন পঞ্চাশ গ্রামেরও কম। এই ছবি ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজারে মাছের আড়ত থেকে কাকদ্বীপের বাজারেও। বাজারে এই মাছের চাহিদা কম থাকায় আবার অনেকেই নদীর চরে ফেলে দিয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে এই শিশু ইলিশকে। এরকম চলতে থাকলে আগামীদিনে ইলিশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারি নিয়ম মতে পাঁচশো গ্রামের কম ওজনের ইলিশ ধরা ও বিক্রি করা আইনত অপরাধ। মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বছরভর প্রচারও করা হয়। কিন্তু বছরের পর বছর সরকারি নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে চলছে ছোট ইলিশ ধরা। এক শ্রেণির ট্রলার মালিক প্রকাশ্যে এই বেআইনী কাজ করে চলেছে বলেও অভিযোগ। ইতিমধ্যে এবারের ছোট ইলিশ বাজার ছেয়ে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে মৎস্য দপ্তর। কাকদ্বীপ, নামখানা মৎস্য বন্দরে চলছে মাইক প্রচার। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে এই প্রচার। সামুদ্রিক মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নেতৃত্ব বিজন মাইতি, সতীনাথ পাত্র মৎস্যজীবীদের ছোট ইলিশ না ধরার আবেদন করেছেন। জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) পিয়াল সর্দারও ছোট ইলিশ ধরার কথাটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আমরা প্রচার করছি। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তল্লাশি চালাব। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্লাস্টিক দূষণ বাড়ছেই

মোরশেদা ইয়াসমিন পিউ

বেড়েই চলছে প্লাস্টিক দূষণ। যা মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ বাড়াচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের জলাভূমি, কৃষিভূমিসহ সাগরের সম্পদ হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, সহজলভ্য ও সস্তা হওয়ায় প্লাস্টিক পণ্যের জনপ্রিয়তাও বেশি। শুধু খাবারের প্যাকেট বা পানির বোতলই নয়, বর্তমানে আধুনিক জীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে প্লাস্টিকের একবার ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী। যেমনপ্লেট, গ্লাস, চামচ, চায়ের কাপ। এছাড়া টুথব্রাশ, টেবিল-চেয়ারসহ বিবিধ পণ্যসামগ্রী তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক দিয়ে। আর প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও এটি রিসাইকেল ও রি-ইউজের পরিমাণ না বাড়ায় এসব প্লাস্টিকের অধিকাংশই সরাসরি চলে যাচ্ছে পরিবেশে।

শেষজ্ঞরা বলছেন, গত ৫০ বছরে পুরো বিশ্বে মাথাপিছু এক টনের বেশি প্লাস্টিকের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। যার ৯০ শতাংশের বেশি পৃথিবীর পরিবেশকে নানাভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। এসব ক্ষতিকর পচনরোধী বর্জ্য পরিবেশে ৪০০ থেকে ১ হাজার বছর পর্যন্ত থাকতে পারে এবং তা মাইক্রো, ন্যানো প্লাস্টিকের কণাসহ নানা ক্ষতিকর পদার্থ নিঃসারণ করে পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যে ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাব ডেকে আনছে। তারা বলছেন, প্লাস্টিক-পলিথিন একটি অপচনশীল পদার্থ। দীর্ঘদিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে মাটিতে সূর্যের আলো, পানি এবং অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস করে, উপকারী ব্যাকটেরিয়া বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা যায়, পরিত্যক্ত পলিথিন ব্যাগ জলাশয়ের অতিরিক্ত দূষণকারী কীটনাশক ও শিল্পবর্জ্য শোষণ করে এবং তা জলাশয়ের প্রাণে বড় মাত্রায় ছড়িয়ে দেয়। তখন ক্ষতিকর পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে। পলিথিন প্রজনন সিস্টেম ব্যাহত করে, বন্ধ্যত্ব, ক্যানসারের সৃষ্টি করে। পলিথিনে মোড়ানো গরম খাবার গ্রহণ করলে ক্যানসার ও চর্মরোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। ওভেনপ্রুফ প্লাস্টিক কনটেইনারে খাবার গরম করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাবারে ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, সিসা মিশে যায়। ফলে মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। পলিথিন থেকে সৃষ্ট ব্যাকটেরিয়া ত্বকের বিভিন্ন রোগের জন্ম দেয়। এ ব্যাকটেরিয়া থেকে ডায়রিয়া ও আমাশয় ছড়াতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছেঢাকা শহরে একটি পরিবার প্রতিদিন গড়ে পাঁচটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে। সে হিসেবে শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন আড়াই কোটির বেশি পলিথিন ব্যাগ একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলো দ্বারা ড্রেন, নালা-নর্দমা, খাল, ডোবা ইত্যাদি ভরাট হয়ে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার প্রকোপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রতিদিন ৩৫ লাখের বেশি টিস্যু ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাত হচ্ছে। এসব ব্যাগ পলিথিনের হলেও কাপড়ের ব্যাগ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনপবার সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সোবহান বলেন, রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাপকহারে ব্যবহার হচ্ছে ক্ষতিকর নিষিদ্ধ পলিথিন ও প্লাস্টিক। অন্যদিকে কাপড়ের মতো দেখতে এক ধরনের রঙিন পলিথিন টিস্যু (যা চায়না টিস্যু নামে পরিচিত) ব্যাগে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ ইত্যাদি বিকল্প থাকা সত্ত্বেও আইন অমান্য করে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, মজুত, পরিবহন, বিপণন, বাজারজাত ও ব্যবহার করা হচ্ছে। মো. আবদুস সোবহান বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরির প্রায় ১ হাজার ২০০ কারখানা রয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই পুরান ঢাকাকেন্দ্রিক। পুরান ঢাকার অলিগলিতে রয়েছে প্রায় ৩০০ কারখানা। কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা, কামরাঙ্গীরচর, মিরপুর, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, টঙ্গীতে ছোট-বড় বেশকিছু কারখানা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী থেকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শতাধিক কারখানা। ঢাকা ও আশপাশের এলাকা ছাড়াও চট্টগ্রামসহ জেলা শহরগুলোতে গড়ে উঠেছে শত শত পলিথিন কারখানা। 'জরুরি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত' লেখা যানবাহনে করে ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হচ্ছে নিষিদ্ধ পলিথিন। আইনে যা আছে :বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০২ সালের ৯ নম্বর আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার সব বা যে কোনো প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ বা এরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুত, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। তবু পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের কোনো উদ্যোগ নেই। ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার, বিপণন ও বাজারজাতকরণের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা দেশের জনগণ সানন্দে গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তায় বর্তমানে আইনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড় আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের চেয়ে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা বেশি জরুরি। প্লাস্টিক দিয়ে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে গৃহস্থালি নানা পণ্য তৈরি হচ্ছে যা ১০ থেকে ২০ বছর ধরে ব্যবহার করা যায়। এগুলো সমস্যা না, সমস্যা যে জিনিসগুলো আমরা ঘণ্টাখানিক ব্যবহার করে পরিবেশে ছেড়ে দিচ্ছি। এটিকে দুষ্প্রাপ্য করতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প খোঁজার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, প্লাস্টিক নিজেই বিকল্প হিসেবে এসেছিল। কাচের জিনিসের বিকল্প হিসেবে এসেছিল প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের মতো সহজলভ্য করে পরিবেশবান্ধব কোনো জিনিস আনলে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমে যাবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে পলিথিন/প্লাস্টিক ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রণীত 'মাল্টিসেক্টোরাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ'-এ ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ ভার্জিন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার হ্রাস করা, ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব ৩ (রিডিউস, রিইউস, রিসাইকেল) নীতি নেওয়া হয়েছে।

মৃণালের শিল্পসত্তার সূতিকাগার

নাসির আলী মামুন

সেকালের বোবা সিনেমা, অর্থাৎ কোনো শব্দ নেই, নির্বাক। তবুও দেখা চাই। নির্বাক, কিন্তু তাতে কী! প্রায় নব্বই বছর আগের ফরিদপুর শহরটার চেহারা একবার ভাবুন। ছোট্ট টাউন। সন্ধ্যার পর অবাক করে ভূত নামে। পৌর সংস্থা দুই-এক রাস্তায় তেলের বাতি লাগিয়েছে। একটিমাত্র মোটরগাড়ি। টাউনের ছোট রাস্তায় যখন চলে লোকজন, হা করে দেখে। টাউনের আটটি ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

ব্রিটিশশাসিত অখণ্ড ভারতের প্রায় সব বড় শহরে পশ্চিমাদের নিত্য-নতুন আবিষ্কার এবং কারখানার তৈরি জিনিসপত্র লন্ডন হয়ে চলে আসে বন্দরগুলোতে। যখন কাছের শহর কলকাতার বন্দরে জাহাজ ভিড়ল, কাঠের বাক্সের ভেতরে বিশাল এক যন্ত্র আসছে জেনে বিপুল উতাহে কাস্টমস কর্মকর্তারা দেখতে চাইল জাদুর বাক্সের ভেতরে কী কৌতূহল অপেক্ষা করছে। কলকাতার জন্য অপেক্ষা করছিল ততালীন জগতের সবচাইতে যুগান্তকারী আবিষ্কার সিনেমা হলের বিশাল প্রজেক্টর।

কলকাতার ভাগ্যে যখন ক্যামেরা চলে আসে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেটি ছিল ইতিহাসের আরেক বিস্ময়! সবে তখন ফটোগ্রাফির স্টুডিওর আবির্ভাব। মধ্য ও সম্ভ্রান্ত বাঙালির দীর্ঘদিনের চাহিদা পোর্টেট পেইন্টিং, যা ছিল অত্যন্ত ব্যয়ের, তা থেকে সহজ ও দ্রুত সময়ে; কিন্তু হাতে আঁকা ছবি থেকে অনেক কম ব্যয়ে ফটোগ্রাফ তুলে নেওয়ার অগ্রযাত্রায় শামিল হলো ভারতবর্ষের রমণীয় শহর কলকাতা। ফিরিঙ্গিবাজার বা চীনাবাজারে ব্যস্ত রাস্তায় সরু চোঙা হাতে দীর্ঘ আওয়াজ 'মশাই' চেহারা উঠাইয়া যান। কমার্শিয়াল স্টুডিওতে ঢুকে ফিটফাট শিক্ষিত বাবুরা হতবাক। ভেতরে ঢুকেই ভড়কে যেতে হতো স্ট্যান্ডে বক্স ক্যামেরা দেখে। স্টুডিওর ভেতরে সবকিছুকে ছাড়িয়ে নব্য প্রযুক্তির ক্যামেরার চোখ আটকে যাবেই। এটি স্থির চিত্র। কিন্তু চলমান ছবি বা সিনেমাটোগ্রাফি অথবা সিনেমা আবিষ্কারের কয়েক বছর পর কলকাতায় চলে আসে আরেক বিস্ময়। প্রজেক্টর। এমন পরিস্থিতির প্রাথমিক দিনগুলোতে সত্যজিৎ-মৃণাল সেন-ঋত্বিক ঘটকদের আবির্ভাব হয়নি। কলকাতা যখন বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো উপভোগ করছে, শিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের অন্তর্জালে পূর্ববাংলা তখন ঘুমন্ত, প্রায় উদাসীন। ব্রিটিশদের আমদানি করা নিত্য আবিষ্কার ঢাকা স্বাগত জানাতে পারল না। সিনেমা কলকাতাতেই থেকে গেল।

কিন্তু ফরিদপুরের ঝিলটুলীর জন্ম অনেক আগেই। ওর ভৌগোলিক অবস্থান কলকাতা থেকে খুব দূরে না। পূর্ব বাংলার এক ছোট্ট ছিমছাম ও নীরব টাউন ফরিদপুরের পেটের ভেতর বসবাস ঝিলটুলীর। এখানে প্রকৃতি উদার ও একতরফা উদাস। এখানকার নয়নাভিরাম প্রকৃতি যেন নীরবে কাঁদে। রুপালি ইলিশের শহরে পথিকের আনন্দ বিস্তারিত হয়। কুমার ও পদ্মা নদীর সম্মিলনে ফুরফুরে হাওয়া শিহরণ জাগায়, যখন মহাত্মা গান্ধীজী উন্মুক্ত ঘোড়ার গাড়িতে স্কুলশিক্ষক মহসীন উদ্দীন খানকে পাশে বসিয়ে ঝিলটুলীর নতুন সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন, মাথার ওপর সূর্যসমেত আকাশ, কিন্তু সারি সারি নারকেল-সুপারি-তাল গাছেরা ছায়া বিতরণ করে। আড়চোখে শিক্ষক দেখে মহাত্মা লম্বা শ্বাস নিচ্ছেন ক্রমাগত, বললেন 'বিউটি লাইস অন দ্যা স্কাই। হোয়াট অ্যা পিসফুল...ওহ গড!'

ঝিলটুলীর 'তীর্থ নিবাস'। শীলকড়ই, নারকেল, আম আর খেজুর গাছের ফাঁক দিয়ে একতলা সাদা বাড়িটার কিছু অংশ দেখা যায়। সামনে গাছজুড়ে লাল জবা দুলছে। এই পরিবেশের মধ্যে গফুর গাড়োয়ানের ভারী গলায় ঐ রা রা বাহচিতারে ঘোড়া ব্রেক করে। গান্ধীজীর পাশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মহসীন মাস্টার বসা। উলটো সিটে কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু, পাশে বসলেন তীর্থ নিবাসের উকিল দীনেশ সেন। পেছনে কয়েকজন নেতা যুবক ও ভলান্টিয়ার। ওরা যাচ্ছে জুবিলি ট্যাংকের ময়দানে। সভা হবে। হঠাৎ গান্ধীজী দীনেশ এবং মহসীনের মুখে চোখ রাখলেন, তিনি জানতে চাইলেন শহরে হিন্দু-মুসলমানের কোনো বিবাদ আছে কি না, শান্তি ও সৌহার্দ্যের কী অবস্থা। দুই দিক থেকে দুই জনেই ধীরে বললেন, এখানে কোনো ধর্মীয় উসকানি কখনোই ছিল না, এখনো নেই। গোল পুরু চশমার লেন্সের ওপর আলো ঠিকের পড়ছে। গান্ধীজি বললেন'নেচার অ্যান্ড রিলিজিওন উইদ পিস ক্যান গ্লোরিফাই ফ্রিডম।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেনহুম।

ঝিলটুলী ফেলে ঘোড়ার গাড়ি জুবিলি ট্যাংকের কোলাহলের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সভা করতে বসে ঝিলটুলীর ভেতর দিয়ে কর্মীদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা বহর আটকে দিল, কপালে তিলক আর নানা রঙের ফুলের মালায় ঢাকা পরল ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবীর মুখচ্ছবি। এমন সম্মান দিতে পারে ঝিলটুলী। কয়েকবার ফরিদপুরে এসে থেকেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। আম্বিকাপুরে গাছের ছায়ায় বসে লিখেছেন কবিতা 'আকাশেতে একলা দোলে একাদশীর চাঁদ
নদীর তীরে ডিঙি বাঁধা পথিক ধরা ফাঁদ।'

জসীমউদ্দীনের সঙ্গে তীর্থ নিবাসে বসেছিলেন কবি নজরুল। প্রায় বাড়ির পেছনে পুকুর, সামনে ফুলের বাগান দেখে কবি বলেছিলেন কবিতা ও গান রচনার আদর্শ জায়গা। তখন ঝিলটুলীতে ফল আর ফুলের সমারোহ। শহরের শিক্ষিত ও বনেদি পরিবারগুলো এখানে বসবাস করে, যাদের নিয়মিত যাতায়াত মহানগরী কলকাতায়, যেখানে যেতে সময় লাগে মাত্র ছয় ঘণ্টা।

বিদ্রোহী কবি একবার ফরিদপুর শহর থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রচার করতে বাড়িতে বাড়িতে গেছেন একদল যুবক, ভলান্টিয়ার এবং কবি জসীমউদ্দীন। ঝিলটুলীর সেনদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, একটা ছোট্ট মেয়ে দৌড়ে এসে ফুলের মালা নিয়ে কবির কোলে উঠে গলায় জড়িয়ে দিল।

মৃণাল সেনের ছোট বোন। ওর নাম রেবা। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন কবি। ঝিলটুলীর বাড়িঘর ছেড়ে বিদ্রোহী কবিকে দেখতে বেরিয়ে এলো ছাত্রছাত্রীরা, গৃহিণীরা রান্নাঘর থেকে চামচ-খন্তি ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ওঁর রচিত গান ঝিলটুলীর গ্রামোফোন থেকে বেজে ওঠে। কবি কান পাতেন ঐদিকে, কিন্তু ছাত্র-যুবকদের ভিড় ঠেলে নিয়ে যায় কবিকে। বিকেলে মিটিং। আব্বাসউদ্দীন গান করবেন। ঝিলটুলী এই খুশিতে নেচে ওঠে।

মৃণাল সেন যখন ঈশান স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র; 'অরোরা টকিজ'-এ তার সিনেমা দেখার উদ্বোধন করল 'কপালকুণ্ডলা' ছায়াছবি দিয়ে। কলকাতা থেকে সাদাকালো রোল ফিল্মে ছায়াছবিটি চলছিল। হলভরতি দর্শক। ফরিদপুর শহরে যেন অবাক করা নতুন অতিথি, যারা তখন কলকাতায় গিয়ে সিনেমা হলে যায়নি তাদের জন্য তো রীতিমতো মহাবিস্ময়। হলের ঠিক মাঝখানে মহীম সেনের নাতি দীনেশ সেনের কনিষ্ঠ সন্তান কৌতূহলী মৃণাল আগেই দর্শকদের সবাইকে প্যান করে দেখে নেয়। তারপর নির্ধারিত আসনে বসে; কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে কতক্ষণ। সামনের সাদা বড় পর্দায় তার জন্য কী অপেক্ষা করছে এবং কীভাবে তা শুরু হবে, চলমান ছবি তো। প্রথমে পর্দায় বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি নাম দেখা গেল। দ্রুত পড়তে পারল সে। সিনেমা শুরু হলো, সবার চোখ একদিকে। খুট-খাট সামান্য শব্দ, ছায়াছবি চলছে। হঠাৎ পেছন থেকে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। অনেকক্ষণ। শান্তিতে দেখতে আসা দর্শকরা বিরক্ত। পর্দায় নায়ক ও নায়িকার প্রেমপর্ব চলছে। নায়িকা গাছে উঠে পেয়ারা খাচ্ছে, নায়ক নিচে।

মৃণাল সেন পর্দায় দেখল ঝড় শুরু হয়েছে। মাথার ওপর বৃষ্টি। নায়িকা ও নায়ক দৌড়ে নিরাপদ কোথাও পালাতে চাইছে। কোনো শব্দ নেই, সুনসান। নির্বাক ছবি, আওয়াজ আসবে কোত্থেকে। সিনেমা হলের বাইরে বাস্তবের ঝড় শুরু হয়েছে হঠাৎ। তুমুল বৃষ্টি। মৃণালের চোখ সাদা পর্দায় নির্বাক ছবিতে, কিন্তু কান হলের টিনের চালের বৃষ্টির শব্দের কাছে সমর্পিত। যেন বড়পর্দার নির্বাক ছবির আবহ তৈরি করে দিয়েছে হঠাৎ উঠে আসা ঝড়বৃষ্টি!

কিশোর মৃণাল সেদিন বুঝতে পারল শব্দ ছাড়া ছায়াছবি জমে ওঠে না। তাতণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ছায়াছবি তৈরি করবে। কিন্তু নির্বাক নয়, সবাক। ১৯৪০-এ মৃণাল সেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করে কলকাতায় চলে গেলেন। কয়েক মাস পর চলচ্চিত্রে শব্দ গ্রহণের ওপর দুই মাসের একটি প্রশিক্ষণ শেষ করে ছায়াছবিতে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। হ্যাঁ, সবাক ছবি। ঝিলটুলী থেকে মৃণাল সেন উধাও হলেন বটে; কিন্তু অপূর্ণতা থেকে ওঁর ভেতরে ছায়াছবির যে আয়ু-পরমায়ু সংক্রমিত হলো, যা তাঁর চলচ্চিত্রের দীর্ঘ ভ্রমণে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছিল। বাংলা সিনেমা আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছে। সময়ের কঠিন বাস্তবতা তাঁর ছবিকে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আমাদের চলমান দৃশ্যশিল্পের মহান রূপকার। জন্মশতবর্ষে মৃণাল সেনকে অভিবাদন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আর এক দধীচি

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

কেউ কেউ আবার অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন সমগ্র জীবন দেশজননীর জন্য বলিপ্রদত্ত হয়ে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদেরই অন্যতম। সাগ্নিক যোদ্ধা, যদিও দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। পরাধীন ভারতবর্ষের কুমিল্লায় তাঁর জন্ম। ভারত-ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে ১৮৮৬-তে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনালগ্নে, ১৮৮৫-র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জন্মলাভ করার ঠিক পরের বছর। পড়াশোনা স্থানীয় স্কুল ও পরে কলকাতার রিপন কলেজে। প্রথমে শিক্ষকতা, পরে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার পাশাপাশি রাজনীতিতে যোগ দেন ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে। দেশ যখন উত্তাল। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক নেতা। আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গকে লর্ড কার্জন বলেছিলেন আর সুরেন্দ্রনাথ তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, এবং তা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও কুমিল্লা জেলার অপর এক স্বনামখ্যাত মানুষ আবদুর রসুলও ছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে ধীরেন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক। ধীরেন্দ্রনাথের এ-সময়কার রাজনীতি ছিল পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে, এবং এর পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজ। ১৯১৯-এ কংগ্রেসের ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেওয়া থেকে ১৯৩৭-এ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়া, ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ১৯৪৬-এ কংগ্রেসের হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া ছিল এই সময়কার, অর্থাত প্রাক-১৯৪৭ সময়ের কার্যাবলি ও দায়িত্বপালন। এরপর এলো পাকিস্তানপর্ব। এ সময়ে তাঁর গৌরবময় ও ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সদ্যোজাত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যখন প্রশ্ন দেখা দেয় পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার ছ'মাসের মাথায়, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ধীরেন্দ্রনাথ পাকিস্তান গণপরিষদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। বাংলাভাষার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি ফেরানো যেমন এর উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি ভাষা-আন্দোলনের বীজও উপ্ত হয়েছিল এর মাধ্যমে।

মূল প্রস্তাবে ছিল, ইংরেজি ও উর্দু পাকিস্তান গণপরিষদের (পাকিস্তান রাষ্ট্রের নয়, মনে রাখা জরুরি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, এ ঘোষণা দেন জিন্নাহ ১৯৪৮-এর একুশে মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে। হয়তো সেটা ছিল ধীরেন্দ্রনাথের ভাষণেরই প্রতিক্রিয়া।) ধীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ড় আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'বাংলাদেশের গোড়াপত্তন যে ভাষা আন্দোলন, তার গোড়ায় ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। যে-রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, তার সূচনায় তাঁর আত্মাহুতি। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নামটি তাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।' ধীরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাভাষার সপক্ষে সরব হন, যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, পরিণত হয় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি। বারবার জেলে যেতে হয়েছে। ১৯৬০-এ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এবডো-র কড়া চাবুক যার ফলে তাঁকে রাজনীতি করার অধিকার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখে পাকিস্তান সরকার। এর আগে অবশ্য ১৯৫৬ থেকে ৫৮-তে আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। পরাধীন ভারতেও ১৯৪৬-এর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য হয়েছিলেন। কংগ্রেসের হয়ে সেবার নির্বাচনে নামেন।

ঊনত্রিশে মার্চ উনিশ শ একাত্তর। মাত্র দিন তিনেক আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, আর ছাব্বিশ তারিখ অপারেশন সার্চলাইটের নামে শুরু হয়েছে পাকবাহিনীর নির্মম গণহত্যা। প্রথম রাতেই পাকবাহিনী ঢাকা শহরকে নরক বানিয়ে ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকসহ ছাত্রছাত্রীর নির্মম মৃত্যু ঘটে। সারা দেশে পাকিস্তানি জুন্টা আক্রমণ চালায় সাধারণ মানুষের ওপর। ঊনত্রিশে মার্চ কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার হন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেনানিবাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থাপিত ও বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুরুত্বপ্রাপ্ত ময়নামতি সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে এবং তাঁর কনিষ্ঠপুত্র দিলীপকুমার দত্তকে। নিদারুণ নির্যাতন করে পিতা-পুত্রকে কেবল যে হত্যা করা হয়েছিল তা-ই নয়, তাঁদের মৃতদেহ পর্যন্ত গায়েব করে ফেলা হয়। পৌরাণিক ঋষি দধীচি জীবনোতর্গ করেছিলেন অপশক্তিকে পরাজিত করতে। দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল বজ্র। ধীরেন্দ্রনাথও যেন আর এক দধীচি। স্বাধীনতার পরে তাঁকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' দেওয়া হয়। কুমিল্লার স্টেডিয়ামটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ই-লাইব্রেরিটিও তাঁর নামে। এছাড়া কুমিল্লা পৌরসভা তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেছে। বাংলা একাডেমির জীবনী গ্রন্থমালায় তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশদ লিখেছেন কবি মিনার মনসুর।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকারের সাথে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিস ক্যাথরিন পোলার্ডের সাক্ষাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৪ জুন।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি'র সাথে জাতিসংঘের ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, পলিসি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিস ক্যাথরিন পোলার্ড শনিবার তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতকালে নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা, রোহিঙ্গা ইস্যু, সংসদীয় অধিবেশন, শান্তি মিশনে নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যৌথ নামে ঘর প্রদান করা হচ্ছে, যার ফলে নারীর অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে।

স্পীকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য নগদ ভাতা প্রদান করছেন। এছাড়াও তিনি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যা দেশের অতি দারিদ্রের হার কমাতেও সহায়ক হচ্ছে।

নারী শান্তিরক্ষার ১ম বৈঠকে নিজের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের নারীরা দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। ভবিষ্যতেও এধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। স্পীকার বলেন, বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন স্থান কক্সবাজারের জনসংখ্যা থেকেও রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার মাধ্যমে এ সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব।

আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিস পোলার্ড জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশাল অবদানের কথা স্বীকার করেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেন।

এ সময় মিস পোলার্ড বর্তমানে চলমান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমগুলো অতীতের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বিপরীতে ক্রমশ জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে উল্লেখ করে এ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন।

এ সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত এবং জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের বিশেষ সহকারী মিস দারাগ রাসেলসহ সংসদ সচিবালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাঁচিতে অস্ত্রসহ গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী

রাঁচি, ২৪ জুন (হি. স.) : অস্ত্রসহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে ঝাড়খন্ডের কাঁকে থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশীয় কট্টা, দুটি গুলি, দুটি মোবাইল, একটি স্কুটি, তিনটি জাল আধার কার্ড, ১০,০০০ টাকা নগদ এবং একটি স্মার্ট ঘড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

পল্লী এসপি নওশাদ আলম শনিবার জানান, গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে রিং রোড, সংগ্রামপুর, কাঁকে থানা এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

এসপি বলেন, তথ্য পাওয়ার পর কাঁকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আভাস কুমারের নেতৃত্বে একটি দল গঠন করা হয়। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তল্লাশি চালিয়ে ধৃত রাজন ওরফে সরফরাজের কাছ থেকে একটি দেশীয় কট্টা, নগদ ১০,০০০ টাকা, একটি মোবাইল এবং একটি স্মার্ট ঘড়ি উদ্ধার করে। মো আবরারের কাছ থেকে একটি ট্যাবলেট, একটি মোবাইল এবং তিনটি জাল আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

ফের শুরু স্ক্রাব টাইফাসের প্রকোপ, বর্ষার শুরুতেই আক্রান্ত ১ শিশু

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : বৃষ্টি শুরু হতেই ফের জানান দিতে শুরু করেছে স্ক্রাব টাইফাস। ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে একটি শিশু। কোলাঘাটের বাসিন্দা এই শিশুর শরীরে স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাওড়ার বাসিন্দা এক শিশুও স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত পার্ক সার্কাসের শিশু হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

ট্রম্বিকিউলিড মাইটস নামে এক ধরনের মাকড়ের কামড়ে শরীরে ঢোকে স্ক্রাব টাইফাস ব্যাকটেরিয়া! মাকড়ের কামড়ের বিষ এতটাই যে, ঠিক সময়ে ধরা না পড়লে ঘটতে পারে মৃত্যুও। চিকিৎসকরা বলছেন, ওই কামড়ে নির্দিষ্ট ওই জায়গাগুলিতে ব্যথা যন্ত্রণা হয়না। কালো পোড়া মতো দাগ থেকে যায়।

ট্রম্বিকিউলিড মাইটস কামড়ালে খেয়াল রাখতে হবে কয়েকটি লক্ষণের উপর। সর্দি-গর্মি ছাড়া ৪-৬ দিন টানা জ্বর দেখলে ফেলে রাখা যাবে না। ডেঙ্গু বা স্ক্রাব টাইফাস , যে কোনও একটি হতে পারে। তাছাড়া চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত রোগ ধরা পড়লে, বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা সম্ভব। না হলে মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওর হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কর্তব্যে গাফিলতি, গ্রেফতার অসম পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর নুরউদ্দিন

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন অসম পুলিশের জনৈক সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই) নুরউদ্দিন আহমেদ। আহমেদকে বাকসা থেকে গ্রেফতার করেছে দরং জেলার সিপাঝাড় থানার পুলিশ।

জানা গেছে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রোজি তালুকদারের দায়েরকৃত এক এফআইআর-এর ভিত্তিতে অসম পুলিশের এসআই নুরউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অতিরিক্তি পুলিশ সুপার তালুকদারের অভিযোগ, এসআই নুরউদ্দিন আহমেদকে যখন সিপাঝার থানায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বেশ কয়েকটি মামলার উপযুক্ত নথিপত্র জমা দেননি। তাছাড়া তিনি মামলা সংক্রান্ত বহু ভুক্তভোগীর সাথে দুর্ব্যবহারও করেছেন। বর্তমানে নুরউদ্দিন বাকসা জেলা স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়োজিত ছিলেন।

ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার রাতে সিপাঝাড় পুলিশের এক দল বাকসায় গিয়ে নুরউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতার করেছে।

উত্তরবঙ্গ দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে নামছেন মমতা, সোমবার জনসভা কোচবিহারে

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার। এর জন্য রবিবারই উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার কোচবিহারে ওমঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে একটি করে সভা করার কথা তাঁর। জলপাইগুড়ির সভা করে কলকাতায় ফিরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রচারে যাবেন তৃণমূল নেত্রী। পাশাপাশি প্রচারে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, হাতে আর মাত্র ১৫ দিন। আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছে সব রাজনৈতিক দল। আগামী সপ্তাহ থেকে প্রচারে নামছেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সফর শুরু হবে উত্তরবঙ্গ দিয়ে। সোমবার কোচবিহারের চান্দামারিতে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মাল-এও একটি সভা করার কথা তাঁর। জলপাইগুড়ির সভা করে কলকাতায় ফিরবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলে বেশ কয়েকটি নির্বাচনী সভা করার কথা আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কলকাতা ও জেলার ৫০ নেতার একটি তালিকা তৈরি করেছে তৃণমূল। এই নেতারা ইতিমধ্যেই জেলায় প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জনসংযোগকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়েছিল তৃণমূল। টানা দুমাস রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে নবজোয়ার যাত্রা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সপ্তাহে সেই কর্মসূচি শেষ হয়েছে। এরপর গত ১৭ জুন কালীঘাটে তৃণমূলের দলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, প্রথম সারির ৫০ জন নেতা-নেত্রী জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার করবেন। ২০ জুন থেকে তাঁরা প্রচারে নামবেন বলে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল।

প্রচারের কৌশল হিসেবে ঠিক হয়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের তালিকা তুলে ধরা হবে। সেইসঙ্গে ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে, তৃণমূলকে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েতে শক্তিশালী করলে, ২০২৪ সালে দিল্লি থেকে মোদী সরকার সরাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। আর এবার গ্রামবাংলার ভোটকে সামনে রেখে ময়দানে নামছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মা সেতুর পাড়ে অ্যাম্বুল্যান্স বিস্ফোরণ , নিহত ৭

ঢাকা, ২৪ জুন (হি. স.) : বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর পাড়ে অ্যাম্বুল্যান্স বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে সাতজনের। শনিবার ফরিদপুর জেলায় পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে একটি আম্বুল্যান্স। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় গাড়িটিতে। অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরে বেশ কয়েকজন ছিলেন। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় কমপক্ষে সাতজনের। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ পদ্মা সেতুর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে এক্সপ্রেসওয়ের ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা ঘটে। অ্যাম্বুল্যান্সটি দ্রুতগতিতে গিয়ে ফ্লাইওভারের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, অ্যাম্বুল্যান্সে রাখা অক্সিজেন সিলিন্ডারে বিস্ফোরণের কারণেই আগুন ধরে যায়। আগুনে পুড়ে কমপক্ষে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও অবধি নিহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মৃতদের একই পরিবারের সদস বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, অ্যাম্বুল্যান্সটি ঢাকা আসছিল।

হাইওয়ে পুলিশের মাদারীপুর জোনের পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অ্যাম্বুল্যান্সে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ভাঙ্গা স্টেশনের সাব-অফিসার রনেন্দ্রনাথ চৌধুরী জানান, অ্যাম্বুল্যান্সটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং আগুন নেভায়।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার ওসি জিয়ারুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে নিহতরা সকলে এক পরিবারের সদস্য। এখনও অবধি সাত জনের মৃতুর খবর পাওয়া গেলেও, নিহতের সংখ্যা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তেও পারে।

দল বিরোধী কাজের জন্য ৫৬ জন নেতা ও কর্মীকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : দলীয় প্রার্থীকে না মেনে নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর শাস্তি। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ৫৬ জন নেতা-কর্মীকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। শনিবার দুপুর পর্যন্ত তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৫৬ জনকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক রিপোর্ট পাওয়ার পর এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই মত অনেকের।

গত শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকের পর অনুরোধের সুরেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, যাঁরা দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিন। নইলে দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরও যাঁরা মনোনয়ন তোলেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ করা শুরু করে দিল তৃণমূল। শনিবার দুপুর পর্যন্ত তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৫৬ জনকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।

জেলাভিত্তিক রিপোর্ট পাওয়ার পর এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই মত অনেকের।

এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তাতে সাসপেনশনের সংখ্যার নিরিখে সবার উপরে রয়েছে নদিয়া। দলের নির্দেশের পরেও যাঁদের চৈতন্য ফেরেনি নদিয়ার তেমন ২১ জনকে সাসপেন্ড করেছে শাসকদল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর। সেখানে ১৭ জনকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল।

এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বার্তা দিয়েছেন, এবারের প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ অনেক কিছু দেখেশুনে করা হয়েছে। মানুষের কাজ করার ক্ষেত্রে যাঁদের অনীহা রয়েছে তাঁদের বাদ দিয়েছে দল। স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে জোর দিয়েই তেইশের প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিষেকও।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, পঞ্চায়েতের আগে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার একটাই অর্থ। তা হল, তৃণমূল এখন গোটা দলকে বার্তা দিতে চাইছে, যে শৃঙ্খলা মানবে না, তাঁকেই শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

'জন গণ মন' গেয়েই নরেন্দ্র মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম মার্কিন শিল্পীর

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন (হি. স.) : ওয়াশিংটনের রোনাল্ড রেগান বিল্ডিং-এ এক অন্য পরিবেশ। দর্শকাসনে প্রবাসীদের ভিড়। মঞ্চে পরিবেশিত হল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। গান শেষ হতেই দর্শকাসন থেকে শোনা গেল, 'ভারত মাতা কি জয়'। আফ্রিকান-আমেরিকান শিল্পীর ন্ঠে 'জন গণ মন অধিনায়ক' শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছেন, তখন সোজা মোদীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন শিল্পী ম্যারি মিলাবেন। সেই ভিডিয়ো টুইটারে রাঠোর পোস্ট করেছেন বিজেপি সাংসদ রাজ্যবর্ধন।

প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন সফরের শেষ দিন শুক্রবার ইউএস ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ফাউন্ডেশন-এর তরফ থেকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিলাবেন। এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পেয়ে তিনি যে গর্বিত, সে কথা আগেই জানিয়েছিলেন ম্যারি মিলাবেন। শিল্পী তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যান্য অতিথিদের সামনে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সুযোগ পেয়েছি।' ভারতের প্রতি ভালবাসার কথাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এদিন শিল্পী তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকেই পরিবেশন করেন 'জন গণ মন'। এরপরই সোজা হেঁটে যান মোদীর দিকে। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। বিজেপি সাংসদ রাজ্যবর্ধন রাঠোর সে ভিডিয়ো টুইটারে পোস্ট করেছেন। এক বিবৃতিতে মিলাবেন জানিয়েছেন, পরপর চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে তিনি আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আর এবার নরেন্দ্র মোদীর জন্য ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পেরে তিনি খুশি। তিনি উল্লেখ করেন, দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা বলে। অনুষ্ঠান শেষে মিলাবেন বলেন, "মোদী অত্যন্ত দয়ালু একজন মানুষ। তাঁর সফরের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত। দর্শকেরা যেভাবে জাতীয় সঙ্গীতে গলা মেলাচ্ছিলেন, তা আমার খুব ভাল লেগেছে। তাঁদের প্রত্যেকের ন্ঠে ছিল এক অদ্ভুত আবেগ।" উল্লেখ্য, এর আগে নরেন্দ্র মোদী যখন পাপুয়া নিউ গিনি সফরে গিয়েছিলেন, সে দেশের প্রধানমন্ত্রীও একইভাবে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন মোদীকে।

সোনারপুরে ৩ বছর পর সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার স্ত্রীর দেহ

খুনের অভিযোগ স্বীকার স্বামীর

বারুইপুর, ২৪ জুন (হি. স.) : টানা তিন বছর ধরে সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে গৃহবধূর দেহ! সিআইডির জেরায় স্ত্রীকে খুন করে তাঁর দেহ লুকিয়ে রাখার কথা অবশেষে স্বীকার করলেন স্বামী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে নিখোঁজ ছিলেন টুম্পা মণ্ডল। টুম্পার বাবা কুলতলির বাসিন্দা লক্ষ্মণ হালদার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট লেখান থানায়। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে সোনারপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতারও করা হয় টুম্পার স্বামী ভোম্বল মণ্ডলকে। কিন্তু গ্রেফতারির পরও টুম্পার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে অপহরণ কিংবা খুনের কোনও প্রমাণ না মেলায় পরে আদালতে জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত।

সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্ত শুরু করে সিআইডি। দীর্ঘ জেরার পর ভোম্বল জানান, সোনারপুরের মিলনপল্লিতে ভাড়ার বাড়িতে থাকার সময় ২০২০ সালে স্ত্রীকে খুন করেন তিনি। এরপর প্রমাণ লোপাট করতে দেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে লুকিয়ে ফেলেন। বাড়িওয়ালা তাপস মণ্ডল জানান, লকডাউনের সময় স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ভোম্বল মণ্ডল। কিছুদিন থাকার পর তাঁরা চলে যান। তার কয়েকদিন পর ভোম্বলের এক আত্মীয় এসে বকেয়া বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে যান।

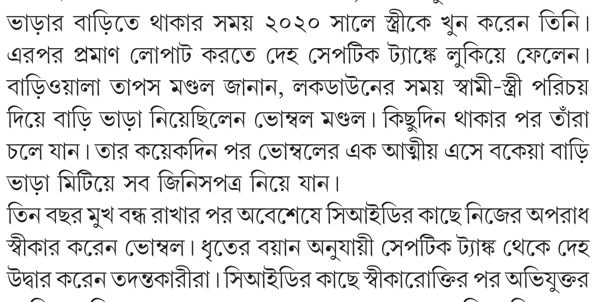

তিন বছর মুখ বন্ধ রাখার পর অবেশেষে সিআইডির কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন ভোম্বল। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে দেহ উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। সিআইডির কাছে স্বীকারোক্তির পর অভিযুক্তর জামিন বাতিলের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলার আবেদন করা হয়েছে।

গহপুর-নুমালিগড়ের মধ্যে জলের নীচে রেল-রোড টানেল তৈরির পরিকল্পনা অসম সরকারের : মুখ্যমন্ত্রী

গহপুর (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : গহপুর এবং নুমালিগড়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের জলের নীচে রেল-রোড টানেল তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে অসম সরকারের, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ শনিবার গহপুরে আয়োজিত এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার স্বপ্ন, ব্রহ্মপুত্রের নীচে কি করে একটি টানেল তৈরি করা যায়, যাতে রেল ও মোটর উভয়ই চলাচল করতে পারে।' তিনি বলেন, দিল্লিতে হাইকমান্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ব্রহ্মপুত্রের নীচে একটি টানেল নির্মাণ করা সম্ভব কিনা।

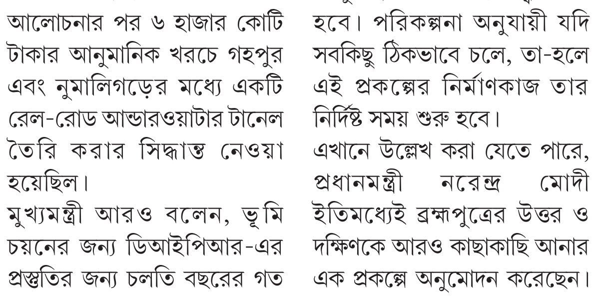

এর পর সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর ৬ হাজার কোটি টাকার আনুমানিক খরচে গহপুর এবং নুমালিগড়ের মধ্যে একটি রেল-রোড আন্ডারওয়াটার টানেল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভূমি চয়নের জন্য ডিআইপিআর-এর প্রস্তুতির জন্য চলতি বছরের গত ৪ জুলাই প্রথম দরপত্র আহ্বান করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি সবকিছু ঠিকভাবে চলে, তা-হলে এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ তার নির্দিষ্ট সময় শুরু হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণকে আরও কাছাকাছি আনার এক প্রকল্পে অনুমোদন করেছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক খাবার

পৃথিবীতে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের সবথকে বেশি চিন্তা লেগে তাকে কীভাবে তার শিশুর মেধা ও বিকাশ বৃদ্ধি হবে। শিশুর কিছু নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তবে এটাও ঠিক,সব খাবারে একই পুষ্টিগুণ থাকে না, এমন কিছু খাবার আছে, যার মধ্যে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান, যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু শিশুদেরবেড়ে ওঠায় কিছু খাবার অনেক বেশি ভূমিকা রাখে, সেহেতু আমাদের মনে রাকতে হবে, সেই খাবারগুলি শিশুদের যাতে বেশি করে দেওয়া যায়।

এ বিষয়ও দেখতে হবে যে ছোট বাচ্চাদের পাকস্থলী ছোট থাকে, ানতই তাদের পেট অল্পতেই বরে যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে কীভাবে বেশি করে পুষ্টি দিতে পারেন। পনিরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিমসৃদ্ধ একটি দুগ্ধজাতীয় খাবার। এতে আছে প্রচুর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম যা সুস্থ হাড় ও দেহের জন্য অবশ্যক।

একই সঙ্গে পনির মুখেরভেতরে যে অ্যাসিড দেহের ক্ষয়ের জন্য দায়ী, সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সুতরাং এই খাবর শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক মানবদেহে অন্যান্য অংশের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশেই নির্ভর করে শিশুকালেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির উপযুক্ত বিখাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেনে নিই মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে সন্তানকে কোন খাবারগুলি খেতে দেওয়া বেশি দরকার।

মায়ের দুধঃ শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকেরদুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে, হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নজর রাখার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন।

শাকসব্জি কিছু কিছু শাকসব্জিও রয়েছে, যেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। বাঁধাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন ‘কে’ এবং বিটা ক্যারোটিন, যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে স্যালাডে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

ডিমঃ ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদেরই অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা কুরণন। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তর একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আররন, যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলঃ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী বূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এই ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে প্যায়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

কলাঃ কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে কলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা।

প্রাতরাশের কিছু সময় পর হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার বাচ্চাটি সকাল জুড়েই তার শক্তি ধরে রাখেতে পারবে। ফলে যে কোনও কাজে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক্স হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

শুকনো ফলঃ যেসব ফল শুকিরয়ে রাখা যায়, সেগুলিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলি হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধঘা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মায়েদের উচিত চকলেট খেতে না দিয়ে শুকনো ফল দেওয়ার অভ্যাস করানো। এতে শিশু সুস্থ ও ভালো থাকবে।

পনিরঃ ফ্যাটি কম, ফাইবার বেশি এই ধরনের খাদ্য গ্রহণেণ গাইডালাইন বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নয়। শিশুদের বর্ধিষ্ণু দেহের জন্য দরকার তুলনামূলক বেশি প্যাট ও কম শর্করা। এতে তারা দেহে বেশি শকিরত পায় বিভিন্ন করাজ অনেক ভালোভাবে করতে হবে।

বাদামঃ শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন, যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধানের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনাবাদাম সহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কালোজামঃ কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কের বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালন ও বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-১টা কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করুন।

লাল আপেলঃ আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান, যা মস্তিস্ককে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

কুমড়ার বীজঃ কুমড়া যেন উপকারী, তেনমই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কের ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

মধুঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনও খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন গয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ফস, ফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হাঁট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

বিদেশি সবজি বাড়ায় স্বাদ

আমাদের দেশি সবজি মানে ট্যাঁড়শ, আলু, বেগুনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদেশি সবজিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই। আর এগুলি রান্নায় দিলে তার স্বাদ বাড়ে বই কমে না। আসুন এগুলির উপকারিতকাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক—

ব্রকোলি ঃ প্রথমেই বলতে হয় ব্রকোলি নাম। ফুলকপির মতো দেখতে হলেও পুরোটাই সবুজ আর ফুলকপির থেকে এর স্বাস্থ্যগুণও অনেকটা বেশি। হালকা ভেজে স্যুপ বা স্যালাডে দিয়ে কিংবা ন্যুডলসে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই সবজিটি ব্যবহার করা হয়। এই ব্রকোলিতে থাক প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এটি রক্তাল্পতা দূর করার সহায়ক। এককাপ সেদ্ধ করে কুচোনো ব্রকোলি থেকে াাপনি পাবেন ৪৫ কিলো ক্যালরি শক্তি। এছাড়া থাকে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

চাইনি ক্যাবেজ ঃ এগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও রংটা বেগুলি ঘেঁষা, তাই এগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে রেড ক্যাবেজ। এতে এমন কিছু উপাদান মজুদ যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এক কাপ রেড ক্যাবেজ ১.৭৮ গ্রাম প্রোটিন মজুদ। এ ব্যাতীতও এটি পটাশিয়অম,

ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড। ভিটামিন ও সি এর দুর্দান্ত উৎস।

ক্যাপসিকামঃ আদতে বিদেশি হলেও এটা এখন দেশি সবজিরই অংশ হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম তিন রকমের হয় হলুদ, লাল ও সবুজ। এদের মধ্যে লাল ও হলুদ ক্যাপসিকামে পিটা ক্যারোটিন বেশি। এটি চোখ ভালো রাখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়সজনিত রেটিনার রোগ ম্যাকউলার ডিজেনারেশ আটকায়। এর ভিটামিন সি ও লিউটেইন শরীরের হজমক্ষতা বাড়ায়, আথ্রাইটিসের রোগীরা খেলে উপকৃত হবেন। ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়ামে ৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে।

বেবি কর্ন ঃ বিদেশি সবজির নাম আসবে, আর সেখানে বেবিকর্নের নাম থাকবে না এমনটা হতে পারে না। এতে আছে ফ্রুক্টোজ, ফলে যেসব রোদীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কম, তাঁরা এটি খেতে পারেন। এক কাপ। বেবিকর্নে ৭০ কিলো ক্যালরি রয়েছে। এছাড়া এর লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ সবকিছু চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হাড়ের স্বাস্থ্য মজবুত করার জন্য জরুরি।

মাসরুম ঃ সত্যি কথা বলতে কী মাশরুম এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ। রান্না করে, সেদ্ধ করে স্যুপ দিয়ে খান। মাশরুমের তরকারি খেতেও দুর্দান্ত। তবে কখনই এটি কাঁচা খাবেন না। এবং মাশরুম খেয়ে শরীরের কোনও অ্যালার্জি বের হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখুন। এক কাপ সেদ্ধ মাশরুমে কাঁচা মাশরুমের তুলনায় অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। ২ গ্রামেরও বেশি। এছাড়াও পটাশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি চোখের বালে ত্রারাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছেথ তাদের মাশরুম না কাওয়াই ভালো।

গ্রীষ্মকালীন রোগজনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার

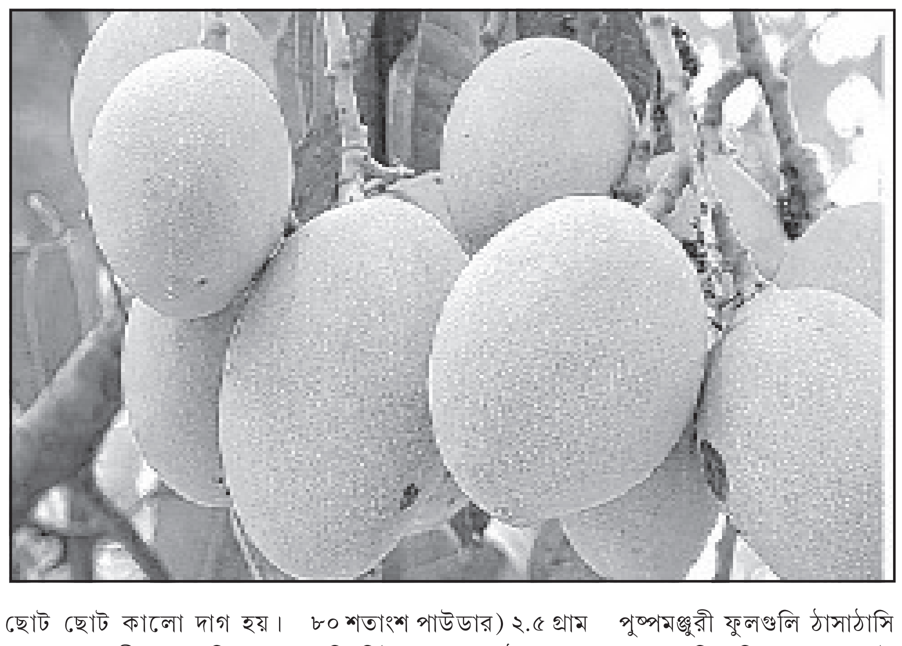

আম আমাদের নানা রোগের মধ্যে মুকুলের ঝলসা, গুটির ক্ষত ও ঝরা, চয়ন পরবর্তী পর্যায়ে ফল পচা, সাদা গুড়োচিতি, গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফরমেশন, আঁচিল/ ক্যাংকার, পাতা ও ডগা ঝলসা, কাণ্ডের আঠা ঝরা ও ডাল শুকনো, পাতা, মুকুল ও ফলে আস্তরন এবং আমের বোঁটা পচা ও ফল পচা রোগ উল্লেখযোগ্য মুকুলের ঝলসা রোগ প্রস্ফুটিত ফুল ফোঁটার সময় ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা বা বৃষ্টি হলে ছাত্রাকের আক্রমণে মুকুল ও ফুলগুলি কালো হয়ে যায়। পরে শুকিয়ে ঝেড়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুল আমের গুটি হয় না।

প্রতিকার ফুল ফোটার সয় ২৪-৪৮ ঘমটা কুয়াশা বা হঠাৎ বৃষ্টি হলে আগাম সাবধানতার জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ছত্রকনাশক আঠার (০.৫মিলি প্রতি লিটার জলে) সঙ্গে জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। কার্বেন্ডাজিক ও ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক পাউডারের মিশ্রণ (মেন সাফ) - দুই গ্রাম প্রতি লিটার জলে বা থায়োফেনেট মিথাইল (রোকো)-১ গ্রাম/ লিটার জলে বা ক্লোরোথ্যালোনি (কবচ)-২ গ্রাম/ লিটার জলে বা কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্লাইটক্স ৫০ শতাংশ পাউডার)-৩ প্রাম/ লিটার জলে। গুটি ক্ষত দাগ মটর দানার মতো আমের গুটিতেক, কখনও বা মার্বেল আকৃতি আমের গায়ে অবতল আকৃতির ছোট ছোট কালো দাগ হয়। আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে গুটি বা বাড়ন্ত ফল ঝরে যায়। ছত্রাক ঘটিত এই রোগ নিয়ন্ত্রেণে আমের গুটি ও বাড়ন্ত ফলে ছত্রাকনাশক কার্বেল্ডাজিম বা থায়োফেনেট মিথাইল-এক গ্রাম/ লিটার জলে আঠা-সহ গুলে এক-দু’বার স্প্রে করতে হবে। সাদা গুঁড়িচিতি রোগ পুল ফোটা থেকে গুটি ধরার সময় এই ছত্রাকের আক্রমণে পুষ্পদণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী ও ছোট আমের গুটিতে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে ফুল ও গুটিগুলিশুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়।

প্রতিকার

এই রোগ প্রতিকারে ফুল ফোটার আগে পুষ্মঞ্জারী দণ্ডের দৈর্ঘ্য যখন তিন-চার ইঞ্চির মতো হবে তখন জলে গোলা সালফার ঘটিত ছত্রাকনাশক (যেমন সালফেক্স ৮০ শতাংশ পাউডার) ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠার সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ট্রাইডেমেফন ২৫ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা কার্বেল্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার এক গ্রাম বা হেক্সাকোনাজল পাঁচ শতাংশ ০.৫ মিলি প্রতি লিটারে জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই সময় শোষক পোকার উপস্থিতি বেশি মাত্রায় থাকলে ছত্রাকনাশকের সঙ্গে কীটনাশক ইমডজাক্লোপ্রিড ১৭.৮ শতাংশ ইসি ০.৩ মিলি প্রতি লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের উপস্থিতি বুঝে ১০ দিন বাদে একবার এবং গুটি ধরার সময় আরও একবার অবশ্যই কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার দিয়ে স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়। আমের গুচ্ছ মুকুল বা ম্যালফফরমেশন জন্য পুষ্পমঞ্জুরী ফুলগুলি ঠাসাঠাসি ও ঘন সন্নিবেশিত হয়ে লম্বাটে বলাকৃতি মতো হয়, পুষ্পমঞ্জরী ফল ধারণে অক্ষম হয়। অনেক সময় ডালের আগায় বা শাখা-প্রশাখার মব্যতর্বী অংশ থেকে অগ্রজ মুকুলগুলি ছোট ছোট গুচ্ছ পাতায় রূপান্তরিত হয়। এরূপ লক্ষণকে ‘ভেজিটোটিভ’ ম্যালফরমেশন বলে। প্রতিকার যে সমস্ত বাগিতার রোগের তীব্রতা কম সেখানে আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দিতে হবে। একই গাছ থেকে বেশি মাত্রায় মুকুল কলমের জন্য নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত গুচ্ছ মুকুলগুলি ভেঙে দেওয়ার পর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ পাউডার (১ গ্রা/লি) মাকড়নাশের সঙ্গে যেমন ডাইকোফন ২.৫ গ্রা/ লি বা ডায়াফেনথিউয়ন এক মিলি /লি) জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন ‘এ’ পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুষ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

মিশ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। নরম তরিতরকারি, ছো; মাছ, ডিম, ডাল, তেল, চিনি বা গুড় মেশাতে হবে এবং মৌসুমি ফলও খাওয়াতে হবে। এজন্য শিশুকে শুকনো বা হালকা খাবার যেমন ফল, রুটি, মোয়া, নাড়ু, বিস্কুট, বাদাম, কলসা অথবা হাতের কাছে যেসব পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ক্যায়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতে হবে। আর যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের বাইরে খাবার দেওয়ার আগে মায়ের বুকের দুধ কাওয়াতে হবে। তাহলে মায়ের বুকে অনেক দিন দুধ তাকবে। শিশুর বাড়তি শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার অল্পে পরিমাণে ঘি, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল অথবা বাদামের গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে, তা খাবার সমৃদ্ধ হয়।

অসমের বিধানসভা ও সংসদীয় আসনের খসড়া সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা এসইউসিআই (ক)-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : অসমের বিধানসভা ও লোকসভা আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করতে ভারতের নির্বাচন কমিশন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের পরিকল্পনা মতো জনসাধারণের ঐক্য-সংহতি নষ্টের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে গত ২০ জুন যে খসড়া প্রকাশ করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস এক প্রেস বার্তায় এর বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছেন, সমগ্র দেশের সাথে রাজ্যের জনসাধারণ ভেবেছিলেন, একসাথে সীমানার পুনর্বিন্যাস হবে। দেশের অন্য কোনও রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস না করে শুধু অসমেই কেন তা হচ্ছে এ ব্যাপারে জনগণ যেমন অবহিত নন ঠিক তেমনি সরকারের কাছেও এর সদুত্তর নেই। নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দলের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের সংকীর্ণ নির্বাচনী লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সমষ্টি পুনর্বিন্যাসের কাজ করছে। প্রেসবার্তায় চন্দ্রলেখা আরও বলেন, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমষ্টি পুনর্বিন্যাস সর্বশেষ আদমশুমারির ভিত্তিতেই করা হয়। অথচ নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক নিয়ম-কানুনকে জলাঞ্জলি দিয়ে ২২ বছর আগের ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া তৈরি করেছে। কারণ এতে রাজ্যের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে ভাষা-ধর্ম, খিলঞ্জিয়া-অখিলঞ্জিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সংকীর্ণ চিন্তার ভিত্তিতে বিভক্ত করে মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সর্বাত্মক জ্বলন্ত সংকটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা থেকে বিরত করা সহজ হবে। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত সমষ্টি পুনর্বিন্যাসের এই খসড়া প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমগ্র দেশের সাথে ২০২৬ সালে সমষ্টি পুনর্বিন্যাসের জোরালো দাবি জানানো হয়। সমষ্টি পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ নির্বাচনী ফায়দা লুণ্ঠনকে খিলঞ্জিয়ার রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে সে ব্যাপারেও জনগণকে সজাগ থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্দ্রলেখা দাস।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শিমলা, ধ্বংসাবশেষ ও পাথর ধসে ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন

শিমলা, ২৪ জুন (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। বর্ষার আগমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে হিমাচল প্রদেশের নানা প্রান্তে। শনিবার শিমলা শহরে ভারী বৃষ্টির পর ধ্বংসাবশেষ ও পাথর ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকগুলি যানবাহন। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শিমলায় ও সংলগ্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, শিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের বিচ্ছিন্ন অংশে ২৫ ও ২৬ জুন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৭ এবং ২৮ জুন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বিরোধীরা ঐক্যের কথা বলে, কিন্তু তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায় না : অনুরাগ ঠাকুর

পানিপত, ২৪ জুন (হি.স.): বিহারের পাটনায় বিরোধীদের বৈঠককে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। শনিবার হরিয়ানার পানিপতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, বিরোধীরা ঐক্যের কথা বলে, কিন্তু তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায় না। অনুরাগ বলেছেন, রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে, নাটকমন্ডলী একত্রিত হয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলছেন, সেখানে তাঁরা কীভাবে এক মঞ্চে এলেন? অখিলেশ বলেছেন উত্তর প্রদেশ ছাড়ুন, লালু-নীতীশ বলছেন বিহার ছেড়ে দিন। তাহলে কী কংগ্রেস জোটে চেয়ার বসানোর জন্যই থেকে যাবে?

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, বিরোধীদের বৈঠকে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা অংশ নেন। তাঁরা ঐক্যের কথা বলেন, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে দেখা যায় না। উল্লেখ্য, শুক্রবার পাটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারি বাসভবনে বৈঠকে বসে ১৫টির বেশি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত্যে এসেছেন সমস্ত নেতারা। পরবর্তী বৈঠক হবে শিমলায়।

শিলিগুড়িতে বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়িতে সাত সকালে বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল। ওই ব্যবসায়ীর নাম, প্রভাকর সিং। শনিবার সকাল ৬টা ১৫মিনিট নাগাদ চম্পাসারী এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক মহিলা চা বিক্রেতা জানান, এদিন গাড়িতে করে তিনজন এলাকায় আসে। এরপর ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা করলে ওই মহিলা চিৎকার শুরু করেন। এদিকে চিৎকার করায় তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকায় দুষ্কৃতীরা। এরপর মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে গেলে দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ওই মহিলাই ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুরো বিষয়টি জানান। ইতিমধ্যে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এখনও ফোন করে কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি দুষ্কৃতীরা। কেন, কী উদ্দেশ্যে এমনটা করা হল তাও এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। শহরজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত এক, আহত ১২

দৌলতাবাদ, ২৪ জুন (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা যাত্রীর। আহত কমপক্ষে ১২। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে জেলার দৌলতাবাদ থানার রাধাকান্ত বাগান এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবোঝাই বাসটি বহরমপুর থেকে করিমপুরের দিকে যাচ্ছিল। আচমকাই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে খালেদা বিবি (৫৫) নামে এক মহিলার। জানা গিয়েছে, তিনি মেয়েকে নিয়ে বহরমপুরের লালদিঘিতে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। তাঁর মেয়ে আলিয়া পারভীন আহত হয়েছে। এছাড়াও আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী। স্থানীয় মানুষজনের হস্তক্ষেপে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে সাময়িক ভাবে রীতিমতো যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় দৌলতাবাদ থানার পুলিশ। তবে কী কারনে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দেশে খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাসপোর্ট সেবা কর্মসূচি চালু হবে : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): ভারতে খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাসপোর্ট সেবা কর্মসূচি চালু হবে। জানালেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, এই কর্মসূচিতে নতুন এবং আপগ্রেড করা ই-পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। শনিবার পাসপোর্ট সেবা দিবস উপলক্ষে এক বার্তায় বিদেশমন্ত্রী বলেন, দেশের নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদানের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সুদক্ষ ব্যবস্থা তৈরি করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। নতুন এই ব্যবস্থায় নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হবে বলে তিনি জানান।

কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এবার প্রেসিডেন্সি জেলের চিকিৎসককে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালের এক চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই। ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষের চিঠি মামলায় এবার প্রেসিডেন্সি জেলের চিকিৎসককে তলব করল সিবিআই। সোমবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের দফতরে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

সিবিআই সূত্রে খবর, কুন্তলের চিকিৎসা এবং হাসপাতালে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাওয়া হতে পারে তাঁকে। এর আগে কুন্তল দাবি করেছিলেন, অভিষেকের নাম বলার জন্য তাঁকে 'চাপ' দিচ্ছে ইডি, সিবিআই। এই সংক্রান্ত অভিযোগ জানিয়ে নিম্ন আদালতে চিঠিও দেন তিনি। পুলিশি হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি পাঠান কলকাতার হেস্টিংস থানাতেও। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, প্রয়োজনে সিবিআই বা ইডি অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। এরপর মামলার বেঞ্চ বদল হলেও একই নির্দেশ বহাল রাখেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও। এরপর অভিষেককে গত ২০ মে তলব করে সিবিআই। প্রায় সাড়ে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। এরপর এই তদন্তে তৃণমূল নেতাকে তলব করে ইডি। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। চিঠি মামলায় ৯ জুন প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে তলব করেছিল সিবিআই। এবার তলব করা হল চিকিৎসককে।

উল্লেখ্য, কুন্তল ঘোষ অভিযোগ তুলেছিল, নেতাদের নাম বলানোর জন্য সিবিআই তাঁর উপর চাপ দিচ্ছে। তাঁর উপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। সেই নিয়ে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন কুন্তল। আদালতেও বিষয়টি নিয়ে কথা উঠেছিল। সেই সময় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে চলছিল মামলার শুনানি।

গঙ্গারামপুর ব্লকে প্রচার সারলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকে প্রচারে নামলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। শনিবার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ভোট প্রচারে যান তিনি।

এদিন প্রচারে বেরিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনি প্রচারে এসে সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন করছেন, পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাতে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত।' দণ্ডীকাণ্ডের পর তৃণমূলের ভোট ব্যাংক প্রভাব পড়েছে। দণ্ডীকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের তরফে চারটি বনধ ডাকা হয়। প্রায় প্রতিটি বনধে দণ্ডীকাণ্ড সহ রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া রাখা হয়।

দণ্ডীকাণ্ড ও আদিবাসী সংগঠনের বনধে তৃণমূলের প্রতি আদিবাসী সমাজের সমর্থনে রাশ আলগা হওয়ার চিত্র ফুটে উঠল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীর বক্তব্য, 'দণ্ডীকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবার আগে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। এটা একটি অপরাধ। এরপর তৃণমূল এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

বিরোধীরা একসঙ্গে লড়বে : খাড়গে; বিহার অভিজ্ঞতায় খুশি মেহবুবা মেহবুবা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীরা একসঙ্গেই লড়বে। জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে যাচ্ছি, সমস্ত বিরোধী দল, এ জন্য আমরা আবারওশিমলায় বৈঠক করব...আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।'

এদিকে, বিহারের বৈঠকে খুশি প্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, 'আমার বিহারের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল। আমাদের সবার একই ইস্যু ছিল যে গণতন্ত্র, সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাঁচাতে হবে... বিরোধী ঐক্য না থাকলে ২০২৪ সালে বিরোধী দল বা বিরোধী দলের নেতারা বাঁচবে না।'

ভারতের অসাধারণ অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের বিশ্বাস : প্রধানমন্ত্রী

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন (হি.স.): আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার ভোররাতে ওয়াশিংটন ডিসি-র রোনাল্ড রিগান বিল্ডিংয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী নিজের বক্তৃতায় বলেছেন, 'ভারতের এই অসাধারণ অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের বিশ্বাস। মোদী একা কিছু করেননি, শত শত বছরের ঔপনিবেশিকতা আমাদের থেকে এই বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছিল।' মোদী বলেছেন, 'আপনারা ভারতের প্রতিটি অর্জনে আনন্দিত হন। এখানকার সুপারমার্কেটে মেড ইন ইন্ডিয়া দেখে আপনারা গর্ব বোধ করেন। আপনারা গর্বিত বোধ করেন যখন সমগ্র বিশ্ব "নাটু নাটু..."-এর সুরে নাচে।'

প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমেরিকায় "এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর এত সুন্দর ছবি দেখানোর জন্য আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমেরিকায় আমি যে পরিমাণ ভালোবাসা পাচ্ছি তা চমৎকার, সব কৃতিত্ব এদেশের মানুষের। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং আমি গত ৩ দিনে অনেক আলোচনা করেছি। আমি বলতে পারি, তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি সর্বদা ভারত-আমেরিকা অংশীদারিত্বকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই তিন দিনে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের এক নতুন ও গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়েছে। এই নতুন যাত্রা বৈশ্বিক কৌশলগত বিষয়ে আমাদের একত্রিত হওয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের জন্য আমাদের সহযোগিতার। প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উৎপাদন সহযোগিতা হোক বা শিল্প সরবরাহ শৃঙ্খলে সমন্বয় বাড়ানো হোক, উভয় দেশই একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিচ্ছে। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ভারতে ফাইটার প্লেন তৈরির সিদ্ধান্ত ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'একসঙ্গে আমরা কেবলমাত্র নীতি এবং চুক্তি তৈরি করছি না, আমরা জীবন, স্বপ্ন এবং ভাগ্য গঠন করছি।..বেঙ্গালুরু এবং আহমেদাবাদে আমেরিকার নতুন কনস্যুলেট খোলা হবে। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এইচ১বি ভিসা পুনর্নবীকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই করা যেতে পারে।' ভারতে ডিজিটাল বিপ্লবের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে ভারত যেভাবে ডিজিটাল বিপ্লব দেখেছে তা নজিরবিহীন। হয়তো আপনারাও নিজস্ব গ্রামের একটি দোকানে একটি বারকোড বোর্ড দেখতে পাবেন।

হয়তো আপনি নগদ অর্থ প্রদান করার চেষ্টা করছেন এবং দোকানদার জিজ্ঞাসা করবে আপনার ফোনে একটি ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাপ আছে কিনা। এই পরিবর্তিত ভারত আপনাকে বিস্মিত করবে। এখন যে কেউ, ভারতের যে কোনও জায়গায় ২৪/৭ ব্যাঙ্কিং করতে পারে। রবিবার হোক বা সোমবার, তাতে কোনও প্রভাব নেই।'

হাওড়া-কাটোয়া লোকালে ছিনতাই, পালাতে গিয়ে মৃত্যু দুষ্কৃতীর

কলকাতা, ২৪ জুন (হি.স.): রাতের হাওড়া-কাটোয়া লোকালে ছিনতাইবাজের কবলে পড়লেন দুই মহিলা যাত্রী। আবার চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যুও হল সেই দুষ্কৃতীর। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ সমুদ্রগড়-কালিনগর স্টেশনের কাছে।

শনিবার জানা গিয়েছে, রাতের দিকে লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরায় ওঠে এক দুষ্কৃতী। তার মুখে কাপড় ঢাকা ছিল। কামরায় যাত্রী সংখ্যা কম থাকার সুযোগ নিয়ে সে দু'জন মহিলার ফোন ছিনিয়ে নেয়।

ময়নায় কুণাল ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূলকর্মীদের

ময়না, ২৪ জুন (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় তৃণমূলের প্রচারে গিয়ে দলের পুরনো কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। একটি বাজার এলাকায় কুণাল পৌঁছতেই পুরনো দিনের কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরে জানান, এখন যাঁরা দল চালাচ্ছেন তাঁরা দলের কোনও কর্মসূচির খবরই দিচ্ছেন না।

ওই জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে কুণাল অনুরোধ করেন সভায় আসার জন্য। পরে অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মঞ্চ থেকে ভাষণ দেওয়ার সময়ে কুণাল বলেন, 'দলের পুরনো দিনের কর্মীরা তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। তাঁদের ক্ষোভ সঙ্গত। যাঁরা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে সবাইকে কর্মসূচির খবর দেওয়ার।' কুণাল এদিন মেনে নেন, ময়নার স্থানীয় নেতৃত্বের ত্রুটি রয়েছে। সেইসঙ্গে এও বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়েই পঞ্চায়েত ভোট লড়তে হবে। একুশের ভোটে এই ময়না জিতেছিল বিজেপি। সেখানকার বিধায়ক বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা। অনেকের মতে, কুণালও হয়তো বুঝেছেন এই মাটিতে পুরনোদের গুরুত্ব না দিলে পঞ্চায়েতে ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল।

দিনহাটায় জোট প্রার্থীর বাড়ির সামনে বোমা উদ্ধার

দিনহাটা, ২৪ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তপ্ত কোচবিহারের দিনহাটা। শনিবার বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীর বাড়ির সামনে থেকে বোমা উদ্ধার হয়। এদিন দিনহাটার পুঁটিমারি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫১ নম্বর বুথে কংগ্রেস প্রার্থী আসাদুল মিয়াঁর বাড়ির সামনে একটি তাজা বোমা পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ।

প্রার্থীর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিরোধীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিরোধীরা। রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতীম রায় বলেন, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন'। এদিকে গতকাল রাতে পুঁটিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা বালাকুড়া এলাকার ৭/২৪২ নম্বর বুথে নির্দল প্রার্থী ও কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর, শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গতকাল রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বেশকিছু দুষ্কৃতী নির্দল প্রার্থী ও প্রায় ছয়জন কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করে এবং কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। নির্দল প্রার্থীর ছেলে জহুরুল হক জানান, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে।

আদ্রায় দলীয় নেতা খুনে সিবিআই চাইল তৃণমূল কর্মীরা

পুরুলিয়া, ২৪ জুন (হি. স.) : আদ্রার তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনার তদন্তে রাজ্য পুলিশ কিংবা রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার ওপর ভরসা রাখছেন না শাসকদলেরই কর্মী সমর্থক তথা পরিবারের সদস্যরা। আদ্রায় তৃণমূল নেতা ধনঞ্জয় চৌবেকে 'গুলি' করে খুনের ঘটনায় এবার সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হলেন এলাকার মহিলা তৃণমূল কর্মীরা।

শুক্রবার সন্ধ্যা ছিল ধনঞ্জয় চৌবের শেষ যাত্রা। সামিল হয়েছিলেন মহিলা তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনার মর্মান্তিকতার বলতে গিয়ে অনেক কর্মীর চোখেই জল চলে আসতে দেখা যায়। মিছিল থেকেই তৃণমূল কর্মীরা বলতে থাকেন, যেভাবে রাজ্য পুলিশের তদন্ত এগোচ্ছে তাতে তাঁদের ভরসা নেই। ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুরুলিয়ার আদ্রা শহরের পুরাতন বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনেই খুন হন ধনঞ্জয়। অভিযোগ, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চলেছিল। ঝাঁঝরা হয়ে যান আদ্রা শহর তৃণমূল সভাপতি ধনঞ্জয় চৌবে। গুলি লাগে তাঁর দেহরক্ষী শেখর দাসের শরীরেও।

আরএসপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ, পাল্টা হামলার অভিযোগ তৃণমূলের

গোসাবা, ২৪ জুন (হি. স.) : ভোট প্রচারের সময় তৃণমূল ও আরএসপির মধ্যে সংঘর্ষে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনায় দুপক্ষের মোট ছয়-সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে দুপক্ষের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল একজনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবার পাঠানখালি এলাকায়। ঘটনায় বেশ কয়েকটি টোটোও ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বিকেলে আরএসপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম ঘরামী দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভোট প্রচার করছিলেন। সেখানে আরেক আরএসপি প্রার্থী আনন্দ নস্করের ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন নজরুল। অভিযোগ সেখানেই তৃণমূলের ৪৯ নম্বর বুথের প্রার্থী দেবাশিস নস্কর তাঁদের দলীয় প্রার্থী অরূপ নস্করের হয়ে ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন। দুপক্ষের প্রচার চলাকালীন একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলে প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতি বেধে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। মোটর বাইক, টোটো ভাঙচুর হয় উভয়পক্ষের। আরএসপি প্রার্থী নজরুলকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় আরএসপি প্রার্থী সহ জনা চারেক কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। নজরুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাল্টা তৃণমূল প্রার্থী ও তাঁর সঙ্গীদেরকেও মারধরের অভিযোগ রয়েছে আরএসপির বিরুদ্ধে। দেবাশিস নস্কর, সাইফুদ্দিন সর্দার সহ দু তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে সেখান থেকে দেবাশিসকে ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।দেবাশিস বলেন, "আমাদের ভোট প্রচারের সময় আচমকাই ওঁরা আমাদের উপর হামলা করলো। আরএসপি, সিপিএম, বিজেপি সকলে জোট হয়ে আমাদেরকে মারধর করেছে।" যদিও আরএসপির পাল্টা অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালির নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়েছে আরএসপি কর্মীদের উপর। নজরুল বলেন, " আমরা ভোট প্রচার করছিলাম, তখন সুবিদ আলি ঢালির লোকেরা আচমকা আমাদের উপর রড, লাঠি, বন্দুক নিয়ে হামলা করে। আমাদের প্রচারের টোটো ভাঙচুর করে।" এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুবিদ আলি ঢালী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোসাবা থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বাঁকুড়া জেলা জুড়ে শুরু নাকা চেকিং

বাঁকুড়া, ২৪ জুন (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে পুলিশি তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে কোমর বেধে নেমে পড়েছে জেলা পুলিশ।মনোনয়নকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে বিশেষ করে সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস, জয়পুর, কোতুলপুর প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক আশান্তির ঘটনা ঘটে।মনোনয়নে বাধা, শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি বোমাবাজি ও চলছে।মনোনয়ন পেশ চলাকালীন ইন্দাসে গাড়ীতে করে বোমা পাচারের সময় পুলিশের নাকা চেকিং এ ধরা পড়ে।তাই সতর্ক জেলা পুলিশ।ইতিমধ্যে ই স্পর্শকাতর এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের রুটমার্চ চলছে।এবার জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং।মোটর সাইকেল, গাড়ি ব্যাগ সমস্ত কিছু তল্লাশি করে দেখা হচ্ছে।যদিও এখনও পর্যন্ত অবৈধ কিছু মেলেনি।এই তল্লাশি পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত চালানো হবে বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগুন জ্বলবে

● প্রথম পাতার পর

এও বলেন তিপ্রা মথা ক্ষুব্ধ হলে এই সরকার পাঁচ বছর থাকতে পারবে না। সিংহকে জাগাতে চেষ্টা করবেন না। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে করে বলেন মহাকরণে যারা বসে আছেন তারা শান্তিতে নেই। তারা জানেন তাদের কাছে একত্রিশ জন রয়েছেন। দুইজন চলে আসলে সরকার পড়ে যাবে। এদিন বিরোধী দলনেতার প্রতিটি কথাই আক্রমণাত্মক ছিল। রোমান্স স্ক্রিপ্ট এবং গ্রেটার তিপালের না হওয়া পর্যন্ত মতাদে আন্দোলন থেকে সরে আসছে না তা পরিষ্কার ছিল তার কথায়। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন আন্দোলন শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আন্দোলন আরো তেজী হবে। সরকারকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না। আগামী দিনে কয়েক লক্ষ লোক নিয়ে মহাকরণ অভিযান করার হুমকিও দিলেন তিনি। এও বলেন মথা চাইলে ১ লাখ মহিলা সমাবেশ করতে পারে। রোমান্স ক্রিপ্ট ও দাবি নিয়ে প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব বর্মন এবং সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। বলেন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং তারা রাজনীতি করার স্বার্থে জনজাতিদের ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন অনেকে আমাকে কটাক্ষ করে বলবেন মন্ত্রিত্ব না পাওয়ায় তার মগজ খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলব রোমান স্ক্রিপ চালু না হওয়া পর্যন্ত আমার মগজ ঠান্ডা হবে না। তিনি বলেন মানুষের অধিকার কেড়ে নিলে মানুষ ছেড়ে দেবে না। অর্থাৎ অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনের পথকে আরো তেজী করা জন্য জনগণের কাছে আহ্বান রাখলেন তিনি। মহারাজ নিয়ে যারা কটাক্ষ করছেন কটাক্ষ করছেন তাদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন মহারাজ কৃষ্ণের মতো। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন।দিল্লি লন্ডন এখানেও। প্রত্যেক তিপাসার মনের মধ্যে তিনি রয়েছেন। এদিকে, সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিপ্রা মথা দলের বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা বলেন আমরা কোনও ভাষার বিপক্ষে নই। অন্যদিকে, ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে শনিবার রাজভবন অভিযান করেছেন তিপরা ওম্যান ফেডারেশন (টি ডাব্লিউ এফ)। এদিন রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের সামনে থেকে তিপরা উইমেন ফেডারেশনের সদস্যরা মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশ্য রওয়না দিয়েছিলেন। কিন্তু সার্কিট হাউস এলাকায় পুলিশ মিছিলটিকে আটকে দিয়েছিল।এ বিষয়ে জনৈক আন্দোলনকারী জানিয়েছেন, ১৯৬৮ সাল থেকে ত্রিপুরার জনজাতিদের স্বার্থে ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবি জানানো হচ্ছে। বিগত দিনে দাবি পূরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে রাজ্যপালের নিকট মেমোরেন্ডম প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দাবি পূরনে সরকার কোনো কর্ণপাত করছে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে আন্দোলন জারি রয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, লিপি ছাড়া কোনো ভাষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তাদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে। অতিসত্বর গুরুত্ব সহকারে এবং নিজ সমস্যা মনে করে বিষয়টি দেখার জন্য রাজ্যপালের নিকট আবারও আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের হুশিয়ারী, যতদিন পর্যন্ত সরকার ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবি পূরণ না হবে ততদিন সংগ্রাম জারি থাকবে।দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

অসহায় মহিলা

● প্রথম পাতার পর

রীনা বেগেম একাই থাকেন।

গতকাল বাইশ জুন বৃহস্পতিবার রাতে একই গ্রামের কয়েকজন যুবক রীনা বেগমের বাড়িতে ইট পাটকেল দিয়ে ঢিলাঢিলি করে এবং রীনা বেগমের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। রীনা বেগমের বাড়ির সামনে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আলো থাকায় অভিযুক্ত যুবকদের চিনতেও পেরেছেন রীনা বেগম। অভিযুক্তদের দেখে চিনতে পারলেও ভয়ে একা রাতে কোনো ধরনের চিৎকার চেচামেচি না করে পরবর্তী সময়ে শুক্রবার দুপুরে লিখিত অভিযোগ নিয়ে রীনা বেগম কৈলাসহরের মহিলা থানায় আসার পর মহিলা থানার ওসি রিংকি দেববর্মা রীনা বেগমের লিখিত অভিযোগ গ্রহণ না করে উল্টো মহিলা থানার ওসি দুরব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। রীনা বেগম ভগবান নগর নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের দারস্থ হয়ে সমস্ত ঘটনা জানানোর পর বিজেপি নেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রীনা বেগমকে সাথে নিয়ে কৈলাসহরের মহিলা থানায় আসার পর মহিলা থানার ওসি বিজেপি নেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাথেও দুরব্যবহার করেছেন বলে বিজেপি নেতা কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য নিজেই জানান।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।বক্সনগরে অটো ও অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন মহিলা সাহাব ইন্সপেক্টর ও একজন বনদপ্তরের কর্মীসহ চারজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, চালকদের বেআব্রু চলাচলে আবারও বক্সনগরে অটো এবং আল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চার।অটো গাড়িতে যাত্রী হিসাবে কলমচৌড়া থানার একজন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর এবং বন দপ্তরের একজন কর্মী ছিলেন। তারা দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত চারজনই বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। চালকদের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

অসমে বন্যা

● প্রথম পাতার পর

১৫.০০ কুইন্টাল রাইস ব্রান বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যার্তদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাবান, মম, দিয়াশলাই, নেপকিন, চিড়া, গুড়, ত্রিপল, মশার কয়েল ইত্যাদি বিতরণ করেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশসন।দুর্যোগ মোকাবিলার রিপোর্টে যে সব জেলায় পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে সবের এক তালিকা প্রকাশ করা জানানো হয়েছে, বজালি, বিশ্বনাথ, নলবাড়ি, দরং, বাকসা, তামুলপুর, বঙাইগাঁও, চিরাং, ধুবুড়ি, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, করিমগঞ্জ, কোকরাঝাড়, নগাঁও, নলবাড়ি জেলার মোট ৯২টি রাস্তা এবং নদীবাঁধ।

ভগবান

● প্রথম পাতার পর

সভা হতো তার সদস্য ছিলেন। বিকাশ বাবু একজন বিখ্যাত তবলচি। তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির সদস্যরা কোন মতেই কৃষ্ণের এই অপমান সহ্য না করে অবশেষে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসীরা কখনো কৃষ্ণের অপমান সহ্য করতে পারবে না বলে কীর্তনিয়া সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সূর্যকান্ত নস্করকে কঠিন শাস্তি প্রদানের জন্য আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে সম্পাদক বিমল নাথ জানিয়েছেন।

মেলা

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা। সাথে এদিন উপস্থিত থাকবেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

বার্তা দিয়েছেন তিনি কর্মীদের পাশেই রয়েছেন। কর্মী যেন কোন ধরনের হেনস্তা স্বীকার হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন তিনি। কিন্তু এই অভয়বানীর ২৪ ঘন্টা পরেই হামলার মুখে পড়তে হয় বিদ্যুৎ কর্মীদের। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক রেখে সুষ্ঠু পরিষেবার প্রদানেও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে।

সম্পন্ন

● প্রথম পাতার পর

আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক হাজার মণিপুরি। তবে সহিংসতা বন্ধ করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

নেতা তুমি কোন দলের ! গলসীতে বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখই যুব তৃণমূলের বুথ সভাপতি

দুর্গাপুর, ২৪ জুন (হি. স.) নেতা তুমি কোন দলের! ঘাসফুল না পদ্মফুলের। বিজেপির না তৃণমূলের। বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখই যুব তৃণমূলের বুথ সভাপতি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের পারাজ অঞ্চলে। আর তাই নিয়ে চরম শোরগোল পড়েছে তৃণমূল -বিজেপি দুই দলে। একই সঙ্গে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপি মানেই তৃণমূল। বছর খানেক আগেই পুনরায় তৃণমূলে যোগ দিয়ে বীরভুমে বলেছিলেন মুকুল রায়। আর সেটাই এখন বাস্তবে প্রমান মিলল পুর্ব বর্ধমান জেলার গলসী-১ নং ব্লকের পারাজ অঞ্চলে। নাম জয়দেব বাগদী। পারাজ অঞ্চলের সীগ্রামের বাসিন্দা। পেশায় দিনমজুর। বিজেপির দাবী, ওই অঞ্চলের ১৪ নং শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সক্রিয় কর্মী। মাস কয়েক আগেও বিজেপির বুথ স্বশক্তিকরন কর্মসূচীর তালিকায় তার নাম দেখা গেছে। বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ছাড়াও ওই তালিকায় হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ প্রমুখের দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর। শুধু তাই নয় গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে বিজেপির সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন। তার জন্য, তৃণমূলের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছে। অভিযোগ, হিংসার ঘটনায় প্রায় মাস দেড়েক গৃহবন্দীও ছিলেন তিনি। আশ্চর্যের বিষয় তিনিই আবার ওই গ্রামের ১৬৮ নং বুথের তৃণমূলের যুব সভাপতি। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পারাজ অঞ্চলের তালিকায় ১০ নং সিরিয়ালে রয়েছে জয়দেব বাগদীর নাম। পাশেই রয়েছে তার মোবাইল নং।

ওই অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ গরাই বলেন,' জয়দেব বাগদী বহু পুরোনো কর্মী। ২০১৮-১৯ সাল থেকে দেখে আসছি মিটিং, মিছিলে আসে। নিয়মিত পার্টি অফিসে।' তবে যাকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই জয়দেব বাগদী জানান,' আমি বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ। বহু প্রতিকুলতা ও লড়াইয়ের মধ্যে বুক ফুলিয়ে দলটা সক্রিয়ভাবে করি। গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর আমাদের ওপর অনেক আক্রমণ হয়েছে। গৃহবন্দি ছিলাম। বিজেপি করার জন্য কাজ থেকেও ছাটাই করা হচ্ছিল। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। পরিস্থিতি এমনই ছিল, বিজেপি করার জন্য বাড়ীর বাইরে হাটে-বাজারে দেখলেই বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা হত। এখনও সেই আতঙ্ক গ্রামে রয়েছে। হুমকির জেরে ভয়ে আতঙ্কে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক থাকা স্বত্তেও পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির প্রার্থীর মনোনয়ন দিতে পারিনি।' যুব তৃণমূলের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' বিধানসভা নির্বাচনের পর জোর পুর্বক তৃণমূলের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। দিনমজুরের কাজ বাঁচাতে তৃণমূলের পার্টি অফিসে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেখানে আমাদের ছবিও তোলে। তবে যুব তৃণমূলের দায়িত্বে রাখার বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানি না। আমার কোনরকম অনুমতি নেয়নি। এমনকি আমাকে জানানো হয়নি। কিভাবে নাম সেখানে দিয়েছে, আমার জানা নেই।'আবার বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রমন শর্মা জানান,' এরকম বিষয় জানা নেই। তবে জয়দেব বাগদী বিজেপির সক্রিয় কর্মী। বিজেপির দক্ষ সংগঠক। তার নেতৃত্বে গ্রামে বিজেপির ভালো সংগঠন রয়েছে। গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিজেপি ওইগ্রামে অনেকটাই এগিয়ে। তৃণমূল ভয় দেখিয়ে তাকে তাদের তালিকায় নাম রেখে দিয়েছে।'

এনএফ রেলওয়ের অধীন সামার স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা সম্প্রসারণ

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির সময়সীমা বিদ্যমান চলাচল, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে আগামী অক্টোবর (২০২৩) পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষএ সম্পর্কে বিস্তৃত তালিকা সহ এক প্রেসবার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, ০৫৬১৬ নম্বর গুয়াহাটি-উদয়পুর সিটি স্পেশাল ট্রেন এখন ২ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর (২০২৩) পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার করে ১৮টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময়, ০৫৬১৫ নম্বর উদয়পুর সিটি-গুয়াহাটি স্পেশাল ট্রেন এখন ৫ জুলাই থেকে ১ নভেম্বর (২০২৩) পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে ১৮টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।এভাবে ০৫৭৬২ নম্বর কাটিহার-রাঁচি স্পেশাল ট্রেন এখন ৬ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৭৬১ নম্বর রাঁচি-কাটিহার স্পেশাল ট্রেন এখন ৭ জুলাই থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০৫৭৩৪ নম্বর কাটিহার-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেন এখন ৮ জুলাই থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৭৩৩ নম্বর অমৃতসর-কাটিহার স্পেশাল ট্রেন এখন ১০ জুলাই থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে ১৭টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০২৫১৮ নম্বর গুয়াহাটি-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন এখন ১৫ জুলাই থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০২৫১৭ নম্বর কলকাতা-গুয়াহাটি স্পেশাল ট্রেন এখন ১৩ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০২৫০২ নম্বর আগরতলা-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন এখন ১২ জুলাই থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০২৫০১ নম্বর কলকাতা-আগরতলা স্পেশাল ট্রেন এখন ১৬ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার করে ১৬টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।০৫৬৩৯ নম্বর শিলচর-কলকাতা স্পেশাল ট্রেন এখন ২০ জুলাই থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে ১৫টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৬৪০ নম্বর কলকাতা-শিলচর স্পেশাল ট্রেন এখন ২১ জুলাই থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে ১৫টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।এছাড়া, ০১৬৬৫ নম্বর রানি কমলাপতি-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পিতবার চালানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফেরত যাত্রার সময় ০১৬৬৬ নম্বর আগরতলা-রানি কমলাপতি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা ১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার চালানোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণ করার ফলে এই রুটগুলির অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার আগে বিশদ বিবরণ দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

নতুন নামে নানান ভাবে বাংলাদেশে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা জঙ্গি সংগঠনের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৪ জুন (হি.স): বাংলাদেশে নানান ভাবে নাম পরিবর্তন করে জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান শুরু হলে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্কীয়াকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছিল কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রধান নাথান বম। কিন্তু আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে রাজি হয়নি এ জঙ্গি সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা শামিন মাহফুজ।দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দুর্ধষ জঙ্গি শামিন মাহফুজ ওরফে স্যার ওরফে আরিফ ওরফে আসলাম ওরফে মেন্ডিং ও তার স্ত্রী নাজনীনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)।শুক্রবার (২৩ জুন) রাতে রাজধানীর ডেমরা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।শনিবার (২৪ জুন) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সিটিটিসি প্রধান মো. আসাদুজ্জামান।সিটিটিসি প্রধান মো. আসাদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ে আলোচিত জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্কীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও মূল ব্যক্তি শামিন মাহফুজকে গ্রেফতারের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হবে।তিনি বলেন, ঢাকা কিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ভর্তি হওয়ার পরেই বড় ভাইয়ের ছেলের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনে জড়িয়ে যায়। যে সংগঠনটি পরে আনসার আল ইনলাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৭ সাল থেকেই শামিন মাহফুজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক নেতা জসীম উদ্দিন রহমানীসহ শীর্ষ নেতৃত্বের সংস্পর্শে আসে।তিনি বলেন, ঢাবিতে পড়াকালীন সময়েই শামিন মাহফুজ পাহাড়ে ক্যাম্পের পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী তিনি পাহাড়ে যান। ঢাবি থেকে বের হয়ে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর মধ্যেই তার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে এনরোলমেন্ট হয়। তার গবেষণার বিষয় ছিল পাহাড়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর। ইচ্ছা করেই তিনি এ বিষয়টি নেন, যাতে তিনি পাহাড়ে যেতে পারেন এবং সেখানে নিরাপদ আস্তানা তৈরি করতে পারেন।শামিন মাহফুজ বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন। তিনি কাশিমপুর কারাগারে থাকাকালীন নতুন এ জঙ্গি সংগঠনের প্রথম পরিকল্পনা হয়।সিটিটিসির প্রধান আরও বলেন, ঢাবিতে থাকাকালীন সময় থেকেই শামিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কুকি চিনের প্রধান নাথান বম। শামিন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই নাথান বমের সঙ্গে পরিকল্পনা করে ঘনিষ্ঠতা করে। তখনই নাথান বমের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন শামিন। ২০১৯ সালে নাথান বমকে জঙ্গি সংগঠন তৈরির কথাটি জানান এবং সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতের জন্য তাকে ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থাপনের প্রস্তাব দেন।২০২০ সালে কক্সবাজারের একটি হোটেলে বসে কুকি চিন ও নতুন জঙ্গি সংগঠন শারক্কীয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক হয়। আমরা শামিনের কাছ থেকে হাতে লেখা দুই পৃষ্ঠার স্মারকটি উদ্ধার করতে পেরেছি। সেখানে কুকি চিন কর্তৃক জঙ্গি সংগঠনটিকে সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। তখন থেকেই কুকি চিনের আওতায় তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।সিটিটিসির প্রধান বলেন, ২০২২ সালের শুরুর দিকে ৩০ এর বেশি তরুণ নিখোঁজ হয়। তখনই আমরা এ সংগঠনের তৎপরতার বিষয়ে অবগত হই।তিনি বলেন, আমরা শামিনের মোবাইল থেকে একটি গোপন কথোপকথন উদ্ধার করেছি। সেখানে সূরা কমিটির সঙ্গে নাথান বমও কানেকটেড ছিল। অভিযানের শুরুর দিকে শামিন মাহফুজকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন নাথান বম। কিন্তু শামিন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নাকচ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। শামিন নির্দেশনা দেন, 'যুদ্ধ হবে আক্রমণাত্মক, রক্ষণাত্মক নয়।' নতুন এই জঙ্গি সংগঠনের উদ্দেশ্য সশস্ত্র জিহাদ করা।

সটিটিসির প্রধান বলেন, শামিন মাহফুজের স্ত্রী যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি ছিলেন আনসার আল ইসলামের ইজাজ কারগিলের স্ত্রী। যিনি ভারতের কারগিল যুদ্ধে ড্রোন হামলায় মারা যান। ইজাজ যখন পাকিস্তান চলে যান তখন সংগঠনের সিদ্ধান্তে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন শামিন। তার স্ত্রীও সংগঠনের নারী সদস্য হিসেবে নারীদের দাওয়াতি কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন।

প্রকাশ্যে 'বাঘাযতীন'-এর নতুন পোস্টার, দেবের লুক নিয়ে সমালোচনার ঝড় নেটদুনিয়ায়

পুজোতেই আসছে 'বাঘাযতীন'। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেন দেব। প্রকাশ করেন ছবির নতুন পোস্টার। মাথায় পাগড়ি, একমুখ দাড়ি, কাঁধে বন্দুক নিয়ে বিস্ফোরিত চোখে ক্যামেরার সামনে 'বাঘাযতীন' হিসেবে পোজ দিয়েছেন দেব। তাঁর এই পোস্টেই তুমুল তর্ক নেটদুনিয়ায়। দেবের এই নয়া লুককে আমির খানের 'লাল সিং চাড্ডা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কমেন্টবক্সেই মন্তব্য করা হয়েছে, 'লাল সিং চাড্ডা র মত লাগছে তো'। কেউ কেউ আবার দেবের এই লুককে অক্ষয় কুমার অভিনীত 'কেশরী' লুকের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। "রক্ষে করো ভগবান!!! কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে ইনি বাঘা যতীন!", এমন মন্তব্যও করা হয়েছে দেবের পোস্টে। তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছেন দেবের অনুরাগীরা। না জেনে এমন 'উলটো পালটা' মন্তব্য করতেও বারণ করা হয়েছে।

অকুতোভয় বাঘাযতীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক। আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তাবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। শোনা যায়, শুধুমাত্র একটি ছুরি নিয়ে তিনি একাই একটি বাঘকে মেরেছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে বাঘাযতীন নামে ডাকা হত। এমন এক মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন দেব। তাঁর প্রযোজনাতেই ছবিটি পরিচালনা করছেন অরুণ রায়।

এর আগে ২০২১ সালে 'গোলন্দাজ' নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী হিসেবে বড়পর্দায় দেবকে দেখা গিয়েছিল। এসভিএফের পরিচালনায় সে ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নিজের প্রযোজনাতেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর চরিত্রে দেব। তাতেই অনুরাগীদের প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও মুক্তি পাচ্ছে 'বাঘাযতীন'।

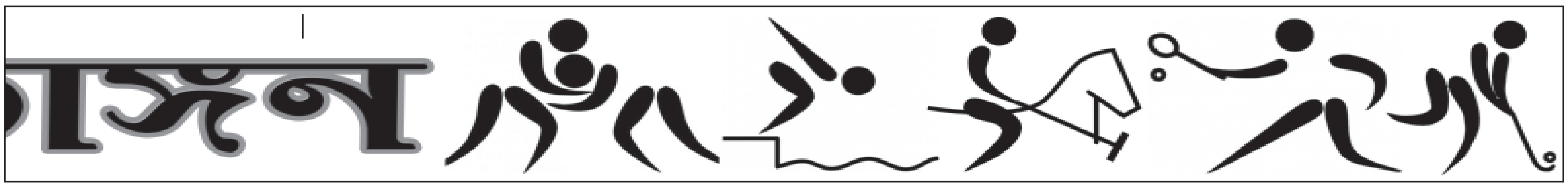

পুর নিগম ও জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ফের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে হাজির সাংবাদিক ক্রিকেটাররা তথা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। আগরতলা পুর নিগম রিক্রিয়েশন ক্লাব ও জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে আজ, শনিবার এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবহাওয়া জনিত কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও স্থানীয় প্রগতি মাঠে ব্যস্ততম দুই প্রফেশনের এক ঝাঁক উদ্যোগী এইভাবে স্রেফ বিনোদনের টানে মাঠে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে সামিল হওয়াটাই অনেকটা নজর কাড়া বিষয়। টস জিতে এএমসি রিক্রিয়েশন ক্লাবের অধিনায়ক অসিত দেববর্মা প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে প্রতিকূলতার জন্য ১৬ ওভারে কমিয়ে আনা ম্যাচে তিন উইকেট হারিয়ে এএমসি রিক্রিয়েশন ক্লাব ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অমিত ভৌমিকের ৩৭ রান, আনোয়ার হোসেনের অপরাজিত ৩১ এবং কালা মিয়ার অপরাজিত ২৭ রানের পাশাপাশি সানি বাসফোরের ২০ রান ও শুভরাজ সরকারের ১৪ রান উল্লেখযোগ্য। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের রীব্রজিৎ দুটি এবং অনির্বাণ দেব একটি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেআরসি সাত উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান সংগ্রহ করতে সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সায়ন ৩৩, বাপন দাস ৩২ রান, তাপস দেব ১৭ রান এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ অপরাজিত ১১ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যাটে তেমন রান আসেনি বলে প্রত্যাশিত স্কোর সংগৃহীত হয়নি। অধিনায়ক অভিষেক দে, সুব্রত দেবনাথ, দিব্যেন্দু দে, অভিষেক দেববর্মা ও প্রসেনজিৎ সাহাও বেশ ভালোই খেলেছেন। এএমসি রিক্রিয়েশন ক্লাবের লিটন পাল তিনটি, রমজান মিয়া দুটি এবং অসিত দেববর্মা ও রাজেশ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। খেলা শেষে দুদলের খেলোয়াড় বৃন্দ এক সৌজন্যমূলক সম্মিলনে এএমসি-র আধিকারিক প্রশান্ত ভৌমিক এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ দুদলের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত খেলা উপহার দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সচিব তথা টিম ক্যাপ্টেন অভিষেক দে এবং এএমসি ক্লাবের অধিনায়ক তাপস দেববর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

টিসিএ-র সভাপতি পদে আসীন তপন লোধ ইস্যু জটিলতর হচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনে সভাপতি পদে আসীন তপন লোধ বিষয়ক আলোচনা আরও জটিল হতে যাচ্ছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশান্ত রায়ের অভিযোগ মূলে সোসাইটি রেজিস্ট্রার অফিস থেকে চিঠি এসেছে খোদ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য। একই বিষয়: টিসিএ-র বর্তমান সভাপতি পদে আসীন তপন লোধ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ। একাধারে তিনি আগরতলা পুর নিগমে রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেটর। অপরদিকে রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিস অনুমোদিত ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান পরিচালন কমিটিতে নির্বাচিত সভাপতি পদে আসীন রয়েছেন। রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটি-র বাই-লতথা রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুযায়ী বিষয়টা অনৈতিক বলে প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশান্ত রায়ের অভিযোগ। বিষয়টা পুরোপুরি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিস কে তিনি অনুরোধ জানালে, রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিস আবার সেটা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সকাশে প্রেরণ করেছেন, বিষয়টার যথার্থতা খতিয়ে দেখার জন্য। নম্বর এফ. ২-১২৯/ আর এস/ ত্রিপুরা / ৭৩/ ৭৪৪৯-৫০ তারিখ ১৫/৬/২০২৩ সেহামূলে সোসাইটিস অফ রেজিস্ট্রার থেকে প্রেরিত চিঠি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে পাঠানোর পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট সকাশেও এর এক কপি পাঠিয়েছেন বলে রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিস এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিষয়টা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতার হচ্ছে ঠিকই। তবে তার সমাধান সূত্রের লক্ষ্যে তাকিয়ে পুরো ক্রিকেট মহল।

টিএফএ-র নতুন যুগ্ম সচিব তপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুনভাবে যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হয়েছেন টাউন ক্লাবের তপন সাহা। আজ, শনিবার রাজ্য ফুটবল সংস্থার গভর্ণিং বডির সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উনি লিগ কমিটির সচিবও নির্বাচিত হয়েছেন। টিএফএ অনুমোদিত একটি ক্লাব তাদের প্রতিনিধি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃ মনোজ দাসের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তপন সাহা। রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অমিত চৌধুরি এখবর জানিয়েছেন।

সাচলাঙের গোলে জম্পুইজলাকে হারিয়ে ফের গ্রুপ শীর্ষে ইকফাই ফুটবল ক্লাব

ইকফাই: ১(সাচলা) জম্পুইজলা: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ফের জয়ে ফিরলো ইকফাই ফুটবল ক্লাব। হারিয়েছে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবকে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে ফের একবার গ্রুপ শীর্ষে উন্নীত করে তুলেছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ঘরোয়া সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলের এ-গ্রুপের সপ্তম খেলায় আজ, শনিবার ইকফাই ফুটবল ক্লাব নূন্যতম গোলের ব্যবধানে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করেছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা আক্রমণ প্রতি আক্রমনের মাধ্যমে গোলশূন্য ড্র-তে শেষ হলে, দ্বিতীয়ার্ধে খেলার উত্তেজনার পারদ আরও চরমে ওঠে। খেলার ৬৬মিনিটের মাথায় ইকফাই ফুটবল ক্লাবের সুযোগ সন্ধানী স্ট্রাইকার সাচলাং জমাতিয়া একটি গোল করে দলকে এক- শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবের ছেলেরা একাধিকবার চেষ্টা করেও গোল পরিশোধের সুযোগ পায়নি। পক্ষান্তরে ইকফাই-এর ফুটবলাররাও গোল ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। উপরন্তু দুদলের দুইজন জিমেন জমাতিয়া ও দুর্জয় বানিলকে রেফারি খেলায় অসদাচরণের দায়ে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, চিরঞ্জিত দেববর্মা, তপন কুমার দেবনাথ ও রাজেশ চন্দ্র দাস। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড বিএসটি বনাম উমাকান্ত কোচিং সেন্টার।

গোল হজম করতেই টিম তুলে নিলো আমরা ক'জনা : পয়েন্ট পাচ্ছে বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ ক্লাব-১ আমরা ক'জনা-০

(রবিওল)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। কোচ হরিপূর্ণ জমাতিয়ার একঘুয়েমিপনার জন্য শেষ হলো না ম্যাচ। খেলা হলো মাত্র ১৩ মিনিট। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে বিবেকানন্দ ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিলো আমরা ক'জনা। খেলা চলছিলো ভালো ভাবেই। ১২ মিনিটে এক থ্রো-কে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঘটনার সূত্রপাত। রেফারি বিশ্বজিৎ দাসের মতে আমরা ক'জনার ফুটবলারের পায়ে লেগে বল গিয়েছিলো মাঠের বাইরে।

সেইমতো বিবেকানন্দ ক্লাবেরক ফুটবলাররা থ্রো করে। আর ওই থওর থেকেই রবিওল আলম গোল করে এগিয়ে দেয় বিবেকানন্দ ক্লাবকে। গোল হজম করতেই উত্তেজিৎ হয়ে উঠে আমরা ক'জনার শিবির। কোচ হরিপূর্ণ জমাতিয়ার দাবি ছিলো বল বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলারদের পায়ে লেগে মাঠের বাইরে গিয়েছিলো। সেই মতে থ্রো পাওয়ার কথা ছিলো আমরা ক'জনা। গোল হজম করতেই উত্তেজিত হরিপূর্ণ দলীয় ফুটবলারদের না খেলার জন্য বলেন। হরিপূর্ণ-র দাবি ইচ্ছে করেই রেফারি-রা ভুল সিদ্ধান্ত দিচ্ছে আমরা ক'জনার বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা সহ রেফারিরা আমরা ক'জনার কোচকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও একঘুয়ে মনোভাব সম্পন্ন হরিপূর্ণ খেলতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে মাঠ ছাড়েন রেফারিরা। যতটুকু খবর ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট পাচ্ছে বিবেকানন্দ ক্লাব।

ফলে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ টিতে জয় পেয়ে ৯ পয়েন্ট পেলো বিবেকানন্দ ক্লাব। পরে বিবেকানন্দ ক্লাবের কোচ নারায়ন দেবনাথ বলেন,'যদি আমার দলের ফুটবলারদের পায়ে বল লেগেই মাঠের বাইরে যেতো তাহলে বিপক্ষ দল খেলা শুরু করলো কেনও? কেনও গোল হজম করার পর ওই সস্তা নাটক করলো'।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যুবরাজনগর আর. ডি. ব্লক এলাকায় বসবাসকারী সকল জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, AWAS+ Annexure-D 2018 অতিরিক্ত তালিকা থেকে যুবরাজনগর আর. ডি. ব্লকের জন্য 3705 টি পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীন (PMAY-G) প্রকল্পে আবাস গৃহ সার্ভের জন্য চিহ্নিত করেছিল। সেই মোতাবেক যুবরাজনগর আর. ডি. ব্লকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েত / এডিসি ভিলেজের সার্ভে টিম চিহ্নিত পরিবারগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে এর কাজ করতে গিয়ে 36 টি পরিবারের সন্ধান কোন গ্রামপঞ্চায়েত / এডিসি ভিলেজে পাওয়া যায়নি, সে কারণে নিম্নলিখিত পরিবারগুলির Registration & Sanction-এর কাজ সম্ভব হয়নি।

অতএব নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযত প্রমাণপত্র সহ যুবরাজনগরআর. ডি. ব্লকের PMAY(G) সেকশনে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় ভবিষ্যতে আপনাদের নাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পে আবাস গৃহের সুবিধা প্রদানে বিবেচিত হবেনা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীন) প্রকল্পের অতিরিক্ত তালিকা অনুযায়ী আপনাদের নাম ও আইডি নম্বর নিচে দেওয়া হল:-

Sl. No	MOUJA NAME	NAME OF BENEFICARY	FATHER/HUSBAND NAME	PMAY-G ID
1	BAGBASSA G.P	Pintu Dey	S/O :-Lt.Pabitra Kr. Dey	TR138813139
2		Rabindra Kol	S/O:-Lt. Rajanti Kol	TR137785473
3	Balidhum VC	Dilip Debbarma	S/O :- Krishna Debbarma	TR138610158
4		Haripada Gour	S/O:- Nitai Gour	TR147825217
5	Dewanpasha G.P	Promode Debnath	S/O:- Lt Khushai Debnath	TR140643986
6		Dipak Paul	S/O:- Lt. Hemendra paul	TR14758305[illegible]
7		Milan Paul	S/O:- Lt. Sukhendu Paul	TR137452843
8		Namita Tiwari	Lt. Dhananjoy Tiwari	TR140508104
9		Anil Nath	S/O:- Nagendra Kumar Nath	TR137952909
10		Bina Datta	W/O:- Ly.Dilip Datta	TR139270931
11	Dhupirbondh G.P.	Gopal Deb	S/O:- Lt. kripesh Chandra Deb	TR137590465
12	Huplong G.P.	Kiresh Ch. Nath	S/O:- lt. Kameswar	TR138517639
13		Biplab Chakroborty	S/O:- Badal Chakroborty	TR137827229
14		Narayan Gour	S/O:- Parama Gour	TR138105404
15		Laxminarayan Gour	S/O:- Paresh	TR146408806
16	Jubarajnagar G.P	Selima Begam	W/O:-Abdul Jalil	TR137497504
17	Kameswar G.P.	Yotika Deb Sutradhar	W/O:-Digesh Chandra Deb	TR137435497
18		Bibijan Bibi	Nil	TR137249121
19		Bikash Debroy	S/O:- Lt. Radha Ranjan Debroy	TR138983035
20		Nirnoy Chandra Rudra Paul	S/O:- lt. Niren Ch. Rudra Paul	TR149599567
21		Chapala Bswas Dhar	Bangla Ranjan Dhar	TR137976197
22	Lalcherra G.P	Purnima Paul	W/O:-Kajal Paul	TR136944858
23		Sunil Malakar	Lt. Jugesh	TR147365073
24		Bidhubushan Deb	Lt. Birendra	TR147475424
25		Giash Uddin	Lt. Wahid Ali	TR145480427
26		Dilwar Hussen	Lt. Atikur Rahaman	TR147438741
27		Manila Malakar	Lt. Jugesh	TR147368784
28		Shibu Malakar	S/O:- Lt. Satyendra Malakar	TR137205376
29		Atul Das	Lt. Adhar Das	TR137210985
30	Madhuban VC	Harjyou Reang	Jamini Reang	TR136652587
31	Mangalkhali G.P	Kabutar Necha	W/O:- Lt. Abdul Karim	TR136361384
32	Pachim Dewanpasha G.P.	Sankar Shil	S/O:- Sumkar Shil	TR140370196
33		Liton Deb	S/O Amal Deb	TR140689366
34	Radhapur G.P	Amiya Bala Paul	Lt. Santosh	TR138759592
35		Ujjwal Bhattacharya	Lt. Umausa Bhattacharya	TR140366599
36	Zaithang VC	Tisnarung Reang	Lt. Dontokumar	TR136698256

ICA/D-477/23

NO F 4(84)-SF(KCP/TENDER/2023-24/
TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FISHERIES KANCHANPUR
SUB-DIVISION NORTH TRIPURA
e-mail ld-sfkanchanpurnorthtripura@gmail.com

Press Tender Notice No.1/SF (KCP) 2023-24/ Dated, Kanchanpur the21/06/2023

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Block wise separate sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the "Tripura Tribal Areas Autonomous District Council" from the bonafied Fish seed growers (Individual/Fishery based SHGS/MSS LTD) of Dasda, Laljuri & Jampui Hill RD Block producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Mixed variety Major Carp (IMC) Fish fingerlings for implementation of "Different Fisheries Developmental Schemes" at different VC areas in Dasda, Laljuri & Jampui Hill block under Kanchanpur Sub-Division, T.T.A.A.D.C, North Tripura during the year 2023-24. The last date of submission of the tender is 07/07/2023 upto 2.00 pm & will opened same day at 3.30pm if possible. The dropping of Tender will be eligible for only within respective block areas separately under Kanchanpur Sub-Division. The interested tenderer may contact with the Office of the undersigned on or before 06/07/2023 on any working days upto 2.00 pm for collection of tender form and detail terms and condition.

For on behalf of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council

(A.Chakma, THFS Gr-IV)
Superintendent of Fisheries
Kanchanpur TTAADC: North Tripura

TTAADC/ICAT/C-25/2023

সন্ধান চাই

Ref :- AGT GRPS U/D Case No-2023/GRPS/006 Dated : 22/06/2023 U/S-174 Cr.P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ যাহার বয়স অনুমানিক ৩০ বৎসর। গত ২২/০৬/২০২৩ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০ (দশ) টার সময় আগরতাল রেল স্টেশন এর ২ নং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসাপাতালের মর্গে শনাক্তকরণের জন্য রাখা আছে। উক্ত মৃত পুরুষ এর সম্ভন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ফোন নাম্বরে সমূহে যোগাযোগ করা জন্য আবেদন করা হচ্ছে। যোগাযোগ ওসি এজিটি/জিআরপিএস-৮৯৭৪৩৩২১২৫, ডিওয়াইএসপি (জিআরপি) ৯৪৩৬৯৯৩০৮৮, এসপি (জিআরপি) ০৩৮১ ২৩৭ ০২৩৪

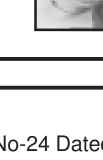

মৃত ব্যক্তির বিবরণ ঃ বয়স অনুমান ৩০ বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি গায়ের রক্ষ শ্যাল্লা, পরিধানে - পোশাক নীর রঙের জিন্স প্যান্ট ও কালো রঙের শার্ট। ডান - হাতে তিনটি থারু আছে ও হাতে জুহি পাল নামে টেটু করা আছে।

ICA-D-479/23

সন্ধান চাই

Ref :- New Capital Complex PS G.D. Entru No-24 Dated : 07/06/2023

পাশের ছবিটি শ্রী বিশাল ঘোষ, পিতা- শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, সাং- বড়জলা টিআরটিসি এর নিকট, থানা - এনসিসি, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ১৮ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, চুল কালো, পরনে নীল রঙের জীন্স পেন্ট এবং গোলাপী রঙের শার্ট। গত ০৫/০৬/২০২৩ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। বহু খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধ্যান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ছেলেটির সম্ভন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-480/23

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিঃ ত্রিপুরা সরকার এবং খার্চি মেলা আয়োজক কমিটির উদ্যোগে খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনী -২০২৩

২৬ জুন - ২জুলাই, ২০২৩

চতুর্দশ দেবতা বাড়ি প্রাঙ্গণ, পুরাতন আগরতলা

: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :

২৬ জুন, ২০২৩, সকাল ১১ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ

: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

উদ্বোধনী সঙ্গীত : পরিবেশনায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ

সঞ্চালনায় :- নিতাই বনিক ও উর্বশী কলই

২৬ জুন, ২০২৩ দুপুর ১২ টা ৩০ মি সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :বিচিত্র অনুষ্ঠান :- শিশু নিকেতন উচ্চতর বিদ্যালয়, পঞ্চিমজল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুরাতন আগরতলা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, পুরাতন আগরতলা ব্লক কালচারেল দল, জনজাতি লোকসংগীত :- ফকরি দেববর্মা ও তার দল (জাদুকলিজা), দুর্জয়মণি দেববর্মা বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা, সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ: সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, বেহালা বাদন :- শশীকলা কেন্দ্র, একক বাদ্য :- গৌতম দেবনাথ (হারমোনিকা) সমবেত সঙ্গীত :- সুর সৌরভ, নান্দনিক, সঙ্গীতাঞ্জলী, শ্যামসঙ্গীত আরাধনা, সমবেত নৃত্য :- নিনাদ ডান্স একাডেমি, কদম ডান্স একাডেমি, সঙ্গম ডান্স একাডেমি, সুর সৌরভ ডান্স একাডেমি, সৃষ্টি ডান্স একাডেমি, তংকার ডান্স একাডেমি, রঙ্গনৃত্য ডান্স একাডেমি,এ বি সি ডি ডান্স একাডেমি জনজাতি অনুষ্ঠান :- সমবেত নৃত্য:- মান্দাই লোকরঞ্জন শাখা (গড়িয়া নৃত্য), খুমপুই একক সঙ্গীত :- সাধনা রিয়াং, স্মৃতিকনা জমাতিয়া, একক সঙ্গীত :- পান্না ঘোষ, আত্রা দেবনাথ, সুকান্ত শর্মা, উমা সূত্রধর, সুতপা দেবনাথ, অনামিকা বসু, নীলিমা শীল, গোবিন্দ ঘোষ, প্রসেনজিৎ গোস্বামী, সরস্বতী দাস, সুতপা গোস্বামী, শুভঙ্কর বনিক,তৃপ্তি দেব সূত্রধর,যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - উত্তম শ্ববিলাস তবলা - রজত কুমার নাথ অক্টোপ্যাড :- চয়ন দে গিটার - রাজেশ ঘোষ,সঞ্চালনায় :- সুদীপ আচার্য্য

২৭ জুন, ২০২৩, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা : সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, মঙ্গলকাব্য পাঠ :- মীরা ভট্টাচার্য্য ও তার দল, আদিবাসী বাউল সঙ্গীত :- শশী দেববর্মা ও তার দল বিচিত্র অনুষ্ঠান :- সুকান্ত একাডেমী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, রানীর বাজার বিদ্যামন্দির, রানীর গাঁও উচ্চতর বিদ্যালয়, রেশমবাগান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমবেত নৃত্য :- নয়ানন্দ কলাকেন্দ্র, একক সঙ্গীত :- শুক্তারানী দাস, অরিজিৎ সাহা, নারায়ণ নম:, পৌলমী দে বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা, সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ,বাঁশি বাদন :- বাঁশুরি সঙ্গীত কলাকেন্দ্র, সমবেত সঙ্গীত :- আশা সঙ্গীত কলা কেন্দ্র, সুরমন্দির, রবি অঞ্জলি, গান্ধার ললিত কলাকেন্দ্র, মালঞ্চ, দোলনচাঁপা, সমবেত নৃত্য :- নৃত্যনীড়, নৃত্যভারতী, নৃত্যাশ্রম, ওরিয়স ডান্স গ্রুপ, নালন্দা, সৃজন ডান্স একাডেমি,কল্পতরু, নৃত্যাশ্রী ডান্স একাডেমি, জনজাতি অনুষ্ঠান :- সমবেত নৃত্য :-বেলবাড়ী লোকরঞ্জন শাখা (মমিতা নৃত্য), খুমপুই কালচারেল একাডেমি, একক সঙ্গীত :-গৌতম দেববর্মা, স্বপন দেববর্মা, মনিপুরী নৃত্য :- সুরজিৎ দেববর্মা, একক সঙ্গীত :- নান্টু দেবনাথ, রজত আচার্য্য, শঙ্করানন্দ চক্রবর্তী, দেবপর্ণা দত্ত, দীপা ঘোষ, প্রনব দেবনাথ, রূপক মালাকার, মৌটুসী চক্রবর্তী, পিংকি নন্দর দেবনাথ, শিপ্রা বিশ্বাস, শুভঙ্কর দেবনাথ, সুমন শ্যাম, রাকেশ কিশোর দেববর্মন, জীবন কিষান, অলক দেব, যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - পার্থ সারথী ঘোষ তবলা - প্রনব দাস, অক্টোপ্যাড :- শেখর মিত্রা গিটার - সৌমেন ঘোষ, সঞ্চালনায় :- ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

২৮ জুন, ২০২৩, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, গীতা পাঠ :- শ্যামসুন্দর প্রভু, বিচিত্র অনুষ্ঠান :- মরিয়ম নগর উচ্চ বিদ্যালয়, দীনদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, তুলাকোনা উচ্চ বিদ্যালয়, ডি সি পাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চৌধুরী বাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমবেত নৃত্য :- মিত্রা চক্রবর্তী ও তার দল, পূর্নিমা দাস ও তার দল, বর্ণা ভৌমিক ও তার দল, আলাপন, বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা,সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ: সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ,সমবেত বাদ্য :- অনুরন, সমবেত সঙ্গীত :- খয়েরপুর কালচারেল ফোরাম, গান্ধর্ব, বৈদিক, সত্যনিষ্ঠ কালচারেল একাডেমি, সমবেত নৃত্য :- নৃত্যপ্রদীপ, চিত্রাঙ্গদা ডান্স একাডেমি, মোহনপুর মুক্তি কালচারেল, ডমরু ডান্স একাডেমি, শিবগিরি ডান্স একাডেমি, ডি আর ডান্স একাডেমি, নৃত্যলোক, জনজাতি অনুষ্ঠান :- সিপাহীপাড়া লোকরঞ্জন শাখা (লেবাংনৃত্য) অভিজীৎ দেববর্মা, মেহেলী দেববর্মা(একক সঙ্গীত),একক সঙ্গীত :- শর্মিষ্ঠা দেব, নেহা অধিকারী, সৈকত রায়, অমর ঘোষ, পুষ্পিতা চক্রবর্তী, অনিন্দিতা বিশ্বাস,শান্তনু চৌধুরী, তুহিনা নাথ, মৌসুমী দেবনাথ, মনিদীপা চক্রবর্তী, সুশোভন চক্রবর্তী, অর্পণা চৌধুরী, অনন্যা ভট্টাচার্য্য, যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - জয়ন্ত মুখার্জী তবলা - নারায়ন বিশ্বাস অক্টোপ্যাড :-কিশোর ভট্টাচার্য্য গিটার - দেবযান ভৌমিক, সঞ্চালনায় :- পূর্বিতা গুপ্তা

২৯ জুন, ২০২৩, হাবেলী মুক্ত মঞ্চ : সকাল ৮টা ৩০ মিনিট, ৩ টি বিভাগে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা,সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম পাঠ :- আড়ালিয়া লোকরঞ্জন শাখা, বিচিত্র অনুষ্ঠান :- বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সংহতি বিদ্যামন্দির, রামায়ণ গান :- বিজয়লক্ষী সিনহা ও তার দল, নিমাই সন্ন্যাস :- অঞ্জু মোদক ও তার দল, বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা,সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ:সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, পুতুল নাচ :- ত্রিপুরেশ্বরী পুতুল নাচ, সমবেত সঙ্গীত :- নান্দীপীঠ, রবি অনুরাগ, সুরবিতান, কায়ুম মিঞা ও তার দল, রাগমালিকা, সিংগিং এন্ড হৃদম মিউজিকেল একাডেমি,সমবেত নৃত্য :- সৃষ্টিনী নৃত্য একাডেমি, শিবম ডান্স একাডেমি, গুরুকুল, নটরাজ ডান্স একাডেমি নেতাজী শিল্পকলা একাডেমি, এস আর ডান্স একাডেমি, দৃষ্টি ডান্স একাডেমি, জনজাতি অনুষ্ঠান :- বর্ধমান ঠাকুরপাড়া লোকরঞ্জন শাখা (লোকনৃত্য), একক সঙ্গীত :- টুলটুল বর্মণ, অনামিকা মজুমদার, সৌমেন ভৌমিক, রিয়া দাস, প্রসেনজিৎ মজুমদার, সুপর্ণা দেবনাথ, পিউলী দেব ভট্টাচার্য্য, মৌটুসী দাস, সৌমেন দেব, শুভদীপন আচার্য্য,অস্মিতা রায়, রত্না দেব, অস্মিতা দে, শ্রেয়া সরকার, যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - সমীরণ দাস তবলা - কৌশিক ভট্টাচার্য্য অক্টোপ্যাড :-ধনঞ্জয় সরকার গিটার - সুমন দাস, সঞ্চালনায় :- নয়ন দাস

৩০ জুন, ২০২৩, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা,সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ,বিচিত্র অনুষ্ঠান :- চম্পকনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ,আদিবাসী বাউল :- মুড়া সিং পাড়া (শান্তিরবাজার), জনজাতি নৃত্য :- রাজু দেববর্মা ও তার দল (সাংগ্রাই নৃত্য),সমবেত নৃত্য :-শিল্প কুঞ্জ কবি গান :- দিলীপ গোস্বামী ও তার দল, বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা, সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ:সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, একক নৃত্য :- জাগৃতা রক্ষিত,সমবেত সঙ্গীত :- কৃষ্টিভূমি, সঙ্গীতকলা, সুরঝঙ্কার, স্বরলিপি কলাকেন্দ্র, সুরালোক,সমবেত নৃত্য :- হৃদম ডান্স একাডেমি, উত্তরা ডান্স একাডেমি, শিবজয় ডান্স একাডেমি, নববোধন, নতুনকুঁড়ি, অর্পণ নৃত্যাশ্রম জনজাতি অনুষ্ঠান :- সাইমা নোয়াতিয়া, অনামিকা রিয়াং (খরাং), বিশুদেব কলই, সতি দেববর্মা, পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশনা, একক সঙ্গীত :- পাপড়ি গোস্বামী, পাপিয়া সূত্রধর, অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রমা কর্মকার, অজয় বাউল, প্রজয় দে, রূপক ভট্টাচার্য্য, মিলন দেব, অয়না ঘোষ, তৃষিতা ভৌমিক, ত্রিস্রোতা চক্রবর্তী, কাকলী গোপ,বিভু সরকার, রমা দাস, মৃন্ময় ঘোষ, যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা, তবলা - প্রীতম দেব, অক্টোপ্যাড :-বাপ্পি সাহা, গিটার - বিক্রম জমাতিয়া,সঞ্চালনায় :- শিশির অধিকারী

১ জুলাই ২০২৩, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা,সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ,রাধাগোবিন্দ কীর্তন :- রবিকন্যা দেববর্মা,ধর্মীয় গানের আসর :- কৃজন সাংস্কৃতিক সংস্থা,নৌকা বিলাস :- বিপ্লব ঘোষ ও তার দল, বিচিত্র অনুষ্ঠান :- রানীরগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন, সমবেত নৃত্য :- বঙ্কিমনগর লোকরঞ্জন শাখা, মৈত্রী ভৌমিক ও তার দল, একক সঙ্গীত :- খোকন দাস, শ্রেয়া দেব, সঙ্গীতা কুর্তি, মন্টি আচার্য্য, সজল সাহা,যন্ত্রানুষঙ্গে :- কি-বোর্ড -সৌরভ দে তবলা - কৌশিক নম: অক্টোপ্যাড :-বাপি রায় বর্মণ গিটার - বিজন নন্দী বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা, সন্ধ্যা ৬ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ:সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ,সমবেত সঙ্গীত :- রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বিদ্যালয়, সুরসপ্তক, সুর মল্লার, সঙ্গীত ভারতী, সমবেত নৃত্য :- শিবশম্ভু ডান্স একাডেমি, উত্তরায়ন, নৃত্যকলা, গুরুবিহারী সিং ডান্স একাডেমি, গীতাঞ্জলী, জনজাতি অনুষ্ঠান :- সমবেত নৃত্য :- খোকন দেববর্মা ও তার দল, একক সঙ্গীত :- আইতর দেববর্মা, বিপুল দেববর্মা , তাপসি দেববর্মা,পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে আগত ও বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশনা, একক সঙ্গীত :- অনুপমা দে দাস, দিব্যাঙ্গনা দত্ত, কবিতা বনিক, সুনন্দা ভট্টাচার্য্য, রাজেশ ঘোষ, অনুপ রায়,বিজলী রুদ্রপাল, শিবতোষ সিনহা, অর্পণা দেবনাথ, রিয়া বনিক, রেখা দেবদাস, মীনাক্ষী দাস,যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - কিশোর নন্দী তবলা - বিনিময় আচার্য্য অক্টোপ্যাড :-রাজেশ দাস গিটার - সায়ন দাস সঞ্চালনায় :- রাহুল লোধ

২ জুলাই ২০২৩, কৃষ্ণমালা মঞ্চ :সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সকাল, ১১ টা,সঙ্গীতানুষ্ঠান :- তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, ত্রিনাথ পাঁচালী পাঠ :- আড়ালিয়া শিল্পীবৃন্দ,রাধার মানভঞ্জন :- পূর্ণিমা দাস ও তার দল, সমবেত সঙ্গীত :- তুলসী সঙ্গীত কলা কেন্দ্র, সুরসাধনা (জিরানীয়া), সুরসাধনা মিউজিকেল এন্ড কালচারেল, একাডেমী, সরস্বতী সাংস্কৃতিক অঙ্গন, রিয়া দাস ও তার দল, একক সঙ্গীত :- পবিত্র পাল, শ্যামা নম:, সোমা মালাকার, পার্থ দাস, সুস্মিতা দাস, অঞ্জু মোদক,কেশব কসাব, যন্ত্রানুষঙ্গে :- কি-বোর্ড - অনুপ আচার্য্য, ঢোলক-রোহিত মালাকার,অক্টোপ্যাড :- প্রলয় দাস গিটার -রিপন দাস বিকাল ৩টা, হাবেলী মুক্তমঞ্চ : শিশু উৎসব : অংশগ্রহনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা, সন্ধ্যা ৫ টা, কৃষ্ণমালা মঞ্চ: সমবেত সঙ্গীত :- প্রাবন্তী শর্মা ও তার দল একক সঙ্গীত :- তনুশ্রী সূত্রধর, তনুশ্রী ভট্টাচার্য্য, সুকৃতি রানী নাথ, কমল কর্মকার,যন্ত্রানুষঙ্গে - কি-বোর্ড - অলকেশ চক্রবর্তী তবলা - শুভাংশু ভট্টাচার্য্য, অক্টোপ্যাড :- রূপম দাস গিটার - কৌশল মুখার্জী,বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান :- রাত্রি ৭ টা, সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশনায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ, সঞ্চালনায় :- চিন্ময় রুদ্রপাল, তরুবালা দেববর্মা

সবার সাদর আমন্ত্রণ

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিঃ ত্রিপুরা সরকার এবং খার্চি মেলা আয়োজক কমিটি

••••••• অনুষ্ঠানে সূচী পরিবর্তনযোগ্য •••••••••

ICA/D-483/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জ্বালানি তেলের অপচয় রোধে আগরতলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। জ্বালানি তেলের অপচয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে শনিবার আগরতলা শহরের উত্তর গেইটে ট্রাফিক পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্টোল বোর্ড এবং ন্যাশনাল ইউথ প্রোজেক্টের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা উত্তর গেট ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে এক সচেতনা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করা হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাচাতে তেল বাঁচানোর জন্য সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য। ন্যাশনাল ইউথ প্রজেক্ট এর রাজ্য সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা এই দিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বলেন ট্রাফিক সিগনালে কিংবা রেলওয়ে সিগনালে দ্বিচক্র জান ও যানবাহন আটকে গেলে সেখানে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। অন্তত এক মিনিটের জন্য ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখা ফলে সারা দেশে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি তেল সাশ্রয় হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জ্বালানি তেলের ভান্ডার সীমিত। এখন থেকেই সকলে সচেতন না হলে ভবিষ্যতে এর মাশুল গুনতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এনএসএসের ছাত্রছাত্রীরাও এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে দেবদারু কমিউনিটি হলে লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নবম বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি। জোলাইবাড়ী বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে যুবমোর্চা। জোলাইবাড়ী যুবকদের আইকন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী। বর্তমান সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নবম বছরের বিভিন্ন কর্মসূচী জনসন্মুখে তুলেধরতে ও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কাজকরে যাচ্ছে যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী। শনিবার দেবদারু কমিউনিটিহলে যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত করাহয় লাভার্থী সন্মেলন। আজকের এই সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুবমোর্চার প্রদেশের সহসভাপতি ভিকি প্রসাদ, জোলাইবাড়ী বিধানসভার সকলের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, যুব মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি বিপুল ভৌমিক, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহ সভাপতি চাথই মগ সহ অন্যান্যরা। আজকের এই লাভার্থী সন্মেলনে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলেধরেন। তার পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী।

আগরতলায় ইকো ইন্ডিয়া ও স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। আগরতলা শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে শনিবার ইকো ইন্ডিয়া এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে ২ দিন ব্যাপী দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ শিবির কে কেন্দ্র করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এক কর্মকর্তা জানান সুস্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পকে মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।।এই প্রশিক্ষণ শিবির প্রত্যাশা পূরণে সফল হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

সিপাহীজলা জেলা প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। শনিবার বিশ্রামগঞ্জস্থিত সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতির অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, সম্পাদক উদয়ন চৌধুরী সহ কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যরা।

সিপাহীজলা জেলা প্রেসক্লাবের রেজিস্ট্রেশন, জেলা প্রেসক্লাবের জন্য একটি ঘরের বন্দোবস্ত করা, জেলা প্রেসক্লাবের জন্য একটি স্থায়ী জমিনের বন্দোবস্ত করা, প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক মাসিক চাঁদা প্রদান করা, প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তরে কার্যকরী কমিটির বৈঠক এবং জম্পুইজলাতে একটি প্রেসক্লাব গঠন কোরআন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত বিষয়গুলোর উপর সভাপতি সম্পাদকসহ সকল সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করেন, এবং গৃহীত বিষয়গুলোকে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্তের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন নবনির্বাচিত কমিটি। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে সভাপতি ও সম্পাদক সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন দ্রুত সিপাহীজলা জেলা প্রেস ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন তা করা হবে। পাশাপাশি দ্রুতই জেলাশাসক, জেলা সভাপতি ও জেলা পুলিশ সুপারের নিকট সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের দাবি দাওয়া ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পাথারকান্দি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ওপর বিশেষ কর্মশালা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জোন তথা হাইলাকান্দি কলেজের অভ্যন্তরীণ সেল আইকিউএসি-এর যৌথ উদ্যোগে আজ শনিবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি কলেজে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ওপর এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কলেজের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা সংযুক্তভাবে অনলাইন এবং অফলাইন মাধ্যমে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাকে এ ধরনের উপযোগী কার্যক্রম আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানান পাথারকান্দি কলেজের অধ্যক্ষ ড় মঞ্জুরুল হক। কলেজ শিক্ষক সংস্থা করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জোনের সভাপতি ড় পার্থসারথি দাস তাঁর বক্তব্যে কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের ওপর আয়োজিত এই কর্মশালার সমন্বয়ক তথা কলেজ শিক্ষক সংস্থা করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জোনের সম্পাদক ড় সুজিত তিওয়ারি তাঁর বক্তব্যে জাতীয় শিক্ষানীতিকে ভারতীয়দের জন্য ভারতীয় শিক্ষানীতি বলে মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতীয়দের সব ধরনের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার উপায়। তাঁর মতে, জাতীয় শিক্ষানীতিকে সঠিকভাবে প্রণয়ন করাটা সরকারের পাশাপাশি শৈক্ষিক প্রশাসন, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আধিকারিকদের সবচেয়ে বড় জাতীয় কর্তব্য। কলেজ শিক্ষক সংস্থা সবসময় ছাত্র-শিক্ষক, সমাজের উন্নয়নকল্পে বদ্ধপরিকর এবং আগামীতেও এ ধরনের কর্মশালা করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত হবে বলে জানান তিওয়ারি।

কর্মশালায় প্রধান বক্তা হিসেবে সুদূর কানাডা থেকে অনলাইন মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বরিষ্ঠ অধ্যাপক তথা অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন সমিতির চেয়ারম্যান প্রফেসর মানবেন্দ্র দত্তচৌধুরী। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রচেষ্টায় কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, তিনি সেই দিক তুলে ধরেন।করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক রজতশুভ্র পাল অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা তৈরিকৃত জাতীয় শিক্ষানীতির কাঠামো তুলে ধরেন এবং আগামী থেকে আরম্ভ হওয়া চার বছরের ডিগ্রি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের কী ধরনের বিষয় নিতে হবে তথা সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনের দিকটি বিশদভাবে আলোচনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা অনলাইন এবং অফলাইন মাধ্যমে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা, পাথারকান্দি কলেজের সম্পাদক ড় অভিজিৎ দত্ত। ধন্যবাদসূচক বক্তৃতা পেশ করেন অধ্যাপক শালিকুজ্জামান।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭২ডলারের কাছাকাছি। যদিও আজ শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্যরত্ন সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় কলা মন্ডলের শিল্পী গৌতম দাস লোকনৃত্যে প্রথম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্যরত্ন সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় কলা মন্ডলের শিল্পী গৌতম দাস লোকনৃত্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং শ্রীমতি বৈদেহি দাস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কত্থক নৃত্যে নৃত্যরত্ন সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ কলকাতা এর অধীনে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নৃত্যরত্ন সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় কলা মন্ডলের শিল্পী গৌতম দাস 'লোকনৃত্য' পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। কলা মন্ডলের শিল্পী শ্রীমতি বৈদেহি দাস, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কত্থক নৃত্যে, নৃত্যরত্ন সপ্তম বর্ষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে রৌপ্য পদক পায়। আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লোক নৃত্যে গোল্ড মেডেল এবং কত্থক নৃত্যে সিলভার মেডেল তুলে দেওয়া হয় শিল্পীদের। শিল্পীদের নৃত্য গুরু ছিলেন কলা মন্ডলের নৃত্য গুরু জবা ঘোষ সূত্রধর। সহযোগিতায় ছিলেন নৃত্য গুরু জবা ঘোষের ছাত্রী নৃত্যশিক্ষিকা শ্রীমতি অনিমিতা ভৌমিক, শ্রীমতি শতরূপা দত্ত চৌধুরী, শ্রীমতি সংগীতা দাস, তবলা গুরু দুলাল আচার্য, তবলা শিক্ষক অশোক নাথ, সংগীত গুরু শ্রীমতি সোমা দেব সূত্রধর, শ্রীমতি শুভঙ্করী আচার্য।

সিতাইয়ে উদ্ধার তাজা বোমা, গ্রেফতার ২

সিতাই, ২৪ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের সিতাইয়ের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোরভাঙ্গা আদাবাড়ি গ্রাম থেকে তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করল সিতাই থানার পুলিশ। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে বিশেষ সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিতাই থানার আইসি প্রবীণ প্রধানের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মোরভাঙ্গা আদাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ দাসের বাড়িতে হানা দেয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি তাজা বোমা এবং বোমা তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, বিশেষ তৎপরতায় সিতাই থানা এলাকা থেকে তিনটি তাজা বোমা ও বোমা তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিশালগড়ে মুদির দোকানে নাশকতার আগুন, অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিশালগড় নিউমার্কেটে কেরোসিন ঢেলে মুদির দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা দুষ্কৃতিকারীদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড় নিউ মার্কেট রাম ঠাকুর আশ্রমের পাশে এক ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা।অল্পেতে রক্ষা পায় দোকান ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিশালগড় পৌর পরিষদের কাউন্সিলর সহ বিশালগড় থানার পুলিশ। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। জানা যায়, বিশালগড় নিউ মার্কেট রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকাজ ব্যবসায়ী প্রশান্ত সাহার মুদি মালের দোকানে শুক্রবার গভীর রাতে দুষ্কৃতিকারীরা কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। দোকানের সামনে যখন আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ঠিক সেই সময়ই দোকানের পাশে থাকা বাড়ির লোকেরা আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। তাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অল্পেতে রক্ষা পায় প্রশান্ত সাহা মুদির দোকান। তবে দুষ্কৃতিকারীদের চিহ্নিত করতে পারেনি ব্যবসায়ী প্রশান্ত সাহা। এ বিষয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনার সঙ্গে এলাকার নেশাগ্রস্ত যুবকরা জড়িত আছে বলে মনে করেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

যানজটে চরম অব্যবস্থা বিশালগড়ের নিউ মার্কেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। ব্যস্ততম বাজারে বাইক ও গাড়ির কারনে অব্যবস্থা। অত্যাধিক পরিমানে বাইক-গাড়ি চলাচলে অসুবিধার সম্মুখীন ক্রেতা-বিক্রেতারা। বিশালগড়ের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত এই রাজ্যের ব্যস্ততম বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম নিউ মার্কেট বাজার। শনিবার এই বাজারে হাটবার হলেও সপ্তাহের প্রতিদিন এই বাজারে ভীড় থাকে চোখে পরার মত। সকাল-সন্ধ্যা প্রত্যেক সময়ই এই বাজারে ক্রেতাদের ভীড় থাকে। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই বাজারে প্রবেশ করা বাইক এবং যানবাহনের জন্য অসুবিধার সম্মুখীন সাধারণ মানুষের সাথে এই বাজারের দোকানদারাও। বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে এই যানজটকে লাঘব করতে বাজারের সামনেই একটি সাইকেল ও বাইক স্ট্যান্ড তৈরী করে দেওয়া হয়। তবে অনেকেই সেই বাইক স্ট্যান্ডে না রেখে বাইক নিয়েই বাজারে প্রবেশ করেন। তার সাথে মাল বোঝাই গাড়ি যেকোন সময় প্রবেশ করিয়ে চলে লোডিং আনলোডিং এর কাজ। যার ফলে প্রায় প্রতি মুহুর্তেই যানজট লেগেই থাকে বিশালগড়ের নিউ মার্কেটে। তবে অনেকের অভিযোগ বাইক স্ট্যান্ডে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বাইক স্ট্যান্ড করতে গিয়েও অসুবিধায় পরতে হয় বাইক চালকদের। তাছাড়া অন্যদিকে বাজারের ভিতর ফুটপাতের দোকানদাররা রাস্তার অনেকটা জায়গা দখল করে রাখার কারনেও অসুবিধা আরও বেড়ে যায়। আর এরফলে অনেকেই বাজারে প্রবেশ করতে ভয় পান। যেকোন সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। তাছাড়াও এই যানজটের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন নিউ মার্কেটের দোকানদাররাও। এই যানজটের ফলে বিশালগড়ের নিউ মার্কেটের এই অব্যবস্থা নতুন নয়। তবে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বাজার কমিটির। নিউ মার্কেট এলাকায় লোডিং আনলোডিং এর সময়সীমা নির্ধারন সহ বাইক ও অন্যান্য যানবাহন পার্কিং এর সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরী করে শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান চাইছেন বিশালগড়বাসী।

দাঁতনে শাসকদলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী

দাঁতন, ২৪ জুন (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী, তাঁর ছেলে ও স্বামী।শনিবার দুপুরে দাঁতন থানার কেশরম্ভাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। লাঠিপেটা করে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান।

তিনি দাবি করেন, পারিবারিক বিবাদের কারণে ঝামেলা হয়েছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি কলকাতা টিভি ডিজিটাল।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন বিজেপি প্রার্থী কাকলি পাত্র স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী তাঁদের উপর আক্রমণ করে। এমনকি বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারধরও করা হয়। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাধা দিতে গেলে কাকলি হাতে চোট পান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনীতির যোগ নেই বলে দাবি তৃণমূল বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধানের।

সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ভাঙড়ে এল কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ভাঙড়ে এল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শনিবার সেই ভাঙড়ে এল এক কোম্পানি আধাসেনা। দ্রুত শুরু হবে রুট মার্চ।পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে অশান্তি ছড়িয়েছে। ভোটের দিন ঘোষণার পর সেই অশান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ। তৃণমূল-আইএসএফের সংঘর্ষে তিন জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সেই ভাঙড়ে এল এক কোম্পানি আধাসেনা। বস্তুত, অশান্তির পর এই প্রথম আধাসেনা এসেছে এলাকায়। বিকেল সাড়ে ৩টে নাগাদ এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। এলাকায় রুটমার্চ চলছে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ে।আগামী ৮ জুলাই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে একাধিক জেলায় টহলদারি শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবারই বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন এবং প্রত্যাহার পর্বে রাজ্য জুড়ে হিংসার বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। ভোট এবং গণনার সময় তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে বহু টানাপড়েনের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে কেন্দ্রের কাছে 'রিকুইজিশন' পাঠায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই অনুযায়ী বাহিনীর আগমনও শুরু হয়ে গিয়েছে শুক্রবার থেকে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ভোট গণনার পরও ১৫ দিন থাকুক কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই দাবি তিনি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন। তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দাবি মেনে এক লপ্তে ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুক্রবার পর্যন্ত ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে অমিত শাহের মন্ত্রক। শনিবারও কয়েকটি কোম্পানি এসেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, হুগলির সিউড়ি থেকে ঝাড়গ্রাম, আরামবাগ থেকে দিনহাটা, সর্বত্র রুটমার্চ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।অন্যদিকে, শনিবারই ভাঙড়ে আইএসএফ-তৃণমূল খণ্ডযুদ্ধে ২ তৃণমূল কর্মী এবং এক আইএসএফ কর্মীর মৃত্যুর ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি।

ভক্তি বেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ইসকন মিশন পরিচালিত ভক্তি বেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে শনিবার আগরতলায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ইসকনের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ইসকনের ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে শনিবার আগরতলার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় জগন্নাথের মাসির বাড়িতে। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসকন মিশনের কর্মকর্তারা বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের সংকট নিরসনের লক্ষ্যেই ভক্তিবেদান্ত ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তারা বলেন অনেক সময় গরীব অংশের মানুষ যাদের পক্ষে রক্তের যোগান দেওয়া সম্ভব নয় তারা রক্তের অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারছেন না। তাদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই ভক্তি বেদান্ত ন্যাশনাল স্কুল এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। ভবিষ্যতেও তাদের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।